কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

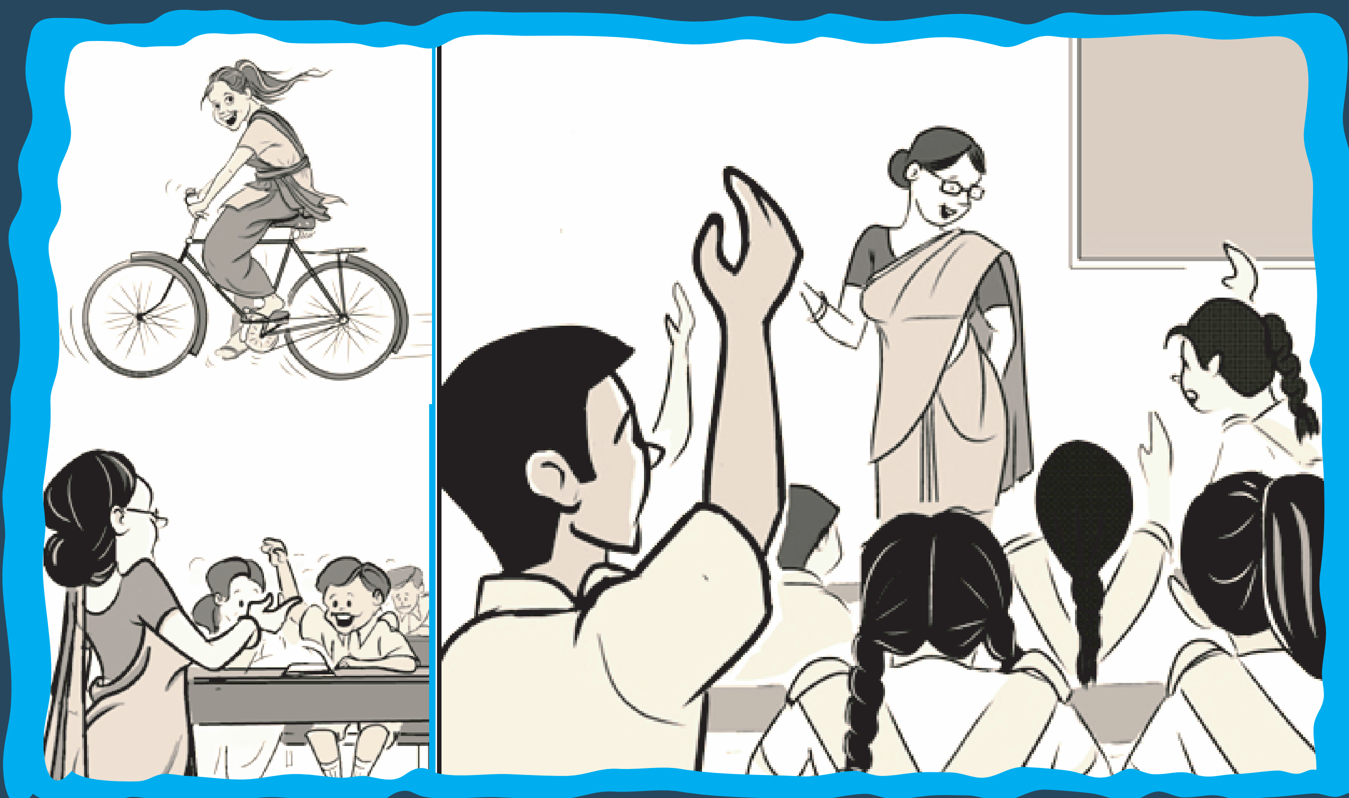

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
ড. মেহতাব খানম
মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
মোঃ শাহরিয়ার হায়দার
সুমেরা আহসান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্ম ও পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষার ধারা নির্ধারণে সক্ষম করে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং তাদের পেশাগত জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে নবপ্রবর্তিত **কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কর্মেই আনন্দ	১–২৫
দ্বিতীয়	আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ	২৬–৪০
তৃতীয়	শিক্ষায় সাফল্য	৪১–৬০

প্রথম অধ্যায়

কর্মেই আনন্দ

আমরা অনেকেই কাজ করে আনন্দ পাই। কাজে সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া এবং সৃজনশীল চিন্তাচেতনার প্রয়োগ করা। সাধারণত কায়িক ও মেধাশ্রম প্রয়োগ করে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কাজের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এখন আমরা আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, কায়িক ও মেধাশ্রমের ধারণা লাভ করতে চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা এবং কায়িক ও মেধাশ্রমের ধারণা দিতে পারব।
- কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১ : আত্মমর্যাদার ধারণা

তোমরা হয়ত তোমাদের চারপাশে এ রকম কথাবার্তা শুনে থাকবে– 'করিম সাহেব একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ।' এই আত্মমর্যাদা শব্দটি দিয়ে আসলে কী বোঝায়? শব্দ ভেঙে যদি অর্থ বের করার চেষ্টা করি, তবে দেখা যায় 'আত্ম' অর্থ 'নিজ' আর 'মর্যাদা' অর্থ 'সম্মান'। তাহলে আত্মমর্যাদা বলতে কি 'নিজেদের প্রতি সম্মান'কে বোঝায়? এসো নিচের ঘটনাগুলো থেকে বোঝার চেষ্টা করি–

ঘটনা-১ : নিতু কলেজে পড়ে। তার ভালো আচরণের জন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। সে বাড়ির সব কাজে মাকে সাহায্য করে। মা তাকে প্রায়ই বলেন, 'তোর আমাকে সাহায্য করতে হবে না। আমি নিজেই করব।' নিতু উত্তর দেয়, 'তোমরা সবাই আমাকে এত উৎসাহ দাও, আদর করো, পড়ালেখায় সাহায্য করো, তোমাদের সবার জন্য তো আমার কিছু করা উচিত। আমি জানি, কাজ করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই বরং এতে সম্মান বাড়ে'। নিতুর এ আত্মমর্যাদাবোধে মা খুবই খুশি হলেন, বললেন, 'এমন আত্মমর্যাদাবান মেয়েই আমাদের দরকার।'

ঘটনা-২ : আজিজ মেধাবী ছাত্র। সে খুব ছোটোবেলায় এক দুর্ঘটনায় তার বাম পা হারায়। সে এখন ক্র্যাচ ব্যবহার করে চলাফেরা করে। স্কুলে সব পরীক্ষায় আজিজ প্রথম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সে এ+ পেয়েছে। নতুন স্কুলে এসে ভর্তি হলে সবাই তার সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হলো। তার পরীক্ষার ফলাফলও খুব ভালো। ক্লাসের সবাই একদিন টিফিনের সময় আজিজকে জিজ্ঞেস করল, ওর যে পা নেই তাতে ওর মন খারাপ হয় কি না। সে পড়ালেখায়ই বা এত ভালো করছে কেমন করে? আজিজ ওদের বলল- আমার পা নেই তাতে কি; আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব পরিশ্রম করি। বাড়িতে সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে এবং যে কাজগুলো আমি করতে পারি না, সে কাজগুলোতে আমাকে সাহায্য করে। প্রথম দিকে আমার খুব মন খারাপ হতো, তবে এখন আমার নিজেকে অন্য সবার মতই মনে হয়।

ঘটনা-৩ : তাপস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। সে কখনও কাউকে অসম্মান করে না, মন্দ কথাও বলে না। অন্যের সাথে মতের অমিল হলেও তর্ক করে না। সে বিশ্বাস করে, অন্য কারো চিন্তাধারা ভিন্ন হতেই পারে। একদিন ওর ক্লাসের সাগর বলেছিল, আনিস স্যারের পড়ানো ওর খুব ভালো লাগে। কিন্তু অনিক বলল, আনিস স্যার খুব তাড়াতাড়ি কথা বলেন, তাই ওর বুঝতে কষ্ট হয়। এই নিয়ে দুজনের যখন তর্ক-বিতর্ক শুরু হবার উপক্রম, তখন তাপস বলল, তোমরা দু জনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছ এবং এটা করার অধিকারও তোমাদের আছে। তর্ক না করে তোমরা দু জন দু জনের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে পারো, তাই না? আমি একটি বইয়ে পড়েছি- যাঁরা নিজেদের সম্মান করে তাঁরা অন্যদেরও সম্মান করে।

উপরের ঘটনাগুলো থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

উপরের ঘটনাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ-

- নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে; কোন ধরনের ন্যায় কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না।
- নিজের কোন শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে সম্মান করে।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে।

অনেকে মনে করেন, আত্মমর্যাদা হলো নিজের কাছে নিজের সম্মান ও মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকা। আবার কেউ মনে করেন, আত্মমর্যাদা হলো নিজের চারপাশ ও নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সে অনুযায়ী আচরণ করা। অন্যায় কাজ করতে লজ্জাবোধ করা, মানুষ হিসেবে সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য আচরণ করা, ভালো ও নতুন কিছু চিন্তা করা ইত্যাদি আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় বহন করে। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য রুচিবোধের প্রকাশও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয়।

দলগত কাজ

চার-পাঁচজনের দল তৈরি করে তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আত্মমর্যাদাবিষয়ক একটি ঘটনা বর্ণনা করো।

পাঠ ২ - ৪ : কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা

কাজের মাধ্যমেই অর্জিত হয় মর্যাদা। আমাদের আত্মমর্যাদার প্রকাশ ঘটে কাজের মাধ্যমেই।
নিচের ছকের কাজগুলো আত্মমর্যাদার পরিচয় বহন করে কি না, তোমার উত্তর হ্যাঁ/ না আকারে লিখ

কাজ	হ্যাঁ/না
সোহেল নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে	
বাবা-মা কখনও বকা দিলে ফাতেমা বকার কারণ খুঁজে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে	
মিলি স্কুলে যাওয়ার সময় কাজের মেয়ে তার ব্যাগ বহন করে	
রমা খুব উচ্চঃস্বরে কথা বলে না, কারণ সে মনে করে উচ্চঃস্বরে কথা বললে অন্যদের অসুবিধা হয়	
শিরিন নিয়মিত বাড়ির কাজ করে আনে, কারণ শিক্ষার্থী হিসেবে এটি তার দায়িত্ব	
সারাদিন রিকশা চালিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাবা বাসায় ফিরলে মাহমুদ বাবাকে খাবার পানি এগিয়ে দেয়, রিকশা মুছে দেয়	
মা শুভর ময়লা কাপড় ধুয়ে দেন।	

এখন চলো নিজের ভাবনাটাকে মূল্যায়ন করি। সোহেল নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে। কারণ হিসেবে সে বলে- 'বুদ্ধিমানেরা নিজের ওপর নির্ভর করে, আর বোকারা নির্ভর করে অন্যের ওপর'। কাজেই নিজের কাজ নিজে করাটা আত্মমর্যাদার পরিচায়ক। এখন থেকে আমরা সবাই সোহেলের মতো নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করব।

মানুষ হিসেবে আমাদের লজ্জাবোধ থাকা উচিত। অন্যায় করলে আমরা লজ্জিত হই। সেজন্য ফাতেমা যদি তার কোনো আচরণের কারণে বাবা-মায়ের কাছে বকা খায়, তাহলে সে লজ্জিত হয়। সে বাবা-মায়ের চাওয়া - পাওয়াকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের মতামত মেনে চলে। ফাতেমার এই আচরণ আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় বহন করে।

আমরা যদি খুব উচ্চস্বরে কথা বলি তাতে আমাদের চারপাশের মানুষের অসুবিধা হতে পারে। একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ অন্যের অসুবিধা হয় এমন কিছু করেন না। কাজেই, রমার আস্তে কথা বলা তার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

শিরিন তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। সেই সাথে সে নিজের দায়িত্ব পালনের প্রতি এবং বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তার মতে, 'অন্যরা সবাই যদি পারে তাহলে আমিও পারব'। ২০১৫

সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বহন করে। আমরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকি আমাদের পোশাক যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তা হলে আমাদের নোংরা দেখাবে। আমাদের গায়েও ঘাম ও ময়লায় দুর্গন্ধ হবে। অন্যের গায়ের দুর্গন্ধ আমাদের নাকে এলে আমাদের কি ভালো লাগে? আমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরও এতে খুব অসুবিধা হয়।

যাঁরা কায়িক শ্রম করেন, আমাদের উচিত তাদের সম্মান করা। রিকশা চালানো, নৌকা চালানো, ক্ষেতে কাজ করা ইত্যাদি অনেক কঠিন কাজ। তারা এ কঠিন কাজগুলো করেন বলেই আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমাদের উচিত তাদের সম্মান করা। তাঁরা যখন কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরেন, তখন তাঁদের সেবা করা। তাঁদের বিশ্রামের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া।

কাজেই আমরা সবসময় নিজের কাজ নিজে করব। তবে না শিখে বিপজ্জনক কাজ করব না। আমরা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাব এবং সম্ভব হলে অন্যকে তার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করব। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব। কোনো কাজে ভুল হয়ে গেলে নিজেকে ছোটো মনে না করে সঠিকভাবে করার জন্য কারো কাছ থেকে শিখে নেব। এতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। সব মানুষ সঠিকভাবে সব কাজ করতে পারে না। সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কাজ শিখে নিতে হয় এবং বারবার চেষ্টা করতে হয়। তাই আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হারাব না।

আত্মমর্যাদার গল্প

জগদীশচন্দ্র বসু লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হলো। সেই সময় সাহেবরা ভাবতেন ভারতীয়রা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই ঐ পদে ইংরেজরা যে বেতন পেতেন জগদীশকে দেওয়া হতো তার দুই-তৃতীয়াংশ। আবার অস্থায়ী বলে ঐ বেতনের অর্ধেকটা জগদীশচন্দ্র বসুর হাতে আসত।

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যকার এই বৈষম্যে জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তিনি এর প্রতিবাদ জানালেন। তরুণ এ অধ্যাপকের কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন যে তিনি বেতনই নেবেন না। তিনি একাধারে তিন বছর কোনো বেতন না নিয়ে অধ্যাপনা করে গেলেন। কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাঁর ন্যায্য অধিকারের কাছে নতি স্বীকার করল। ইংরেজ অধ্যাপকের সমতুল্য বেতন নির্ধারণ করে তার পাওনা সকল টাকা পরিশোধ করল। জগদীশ চন্দ্র বসু একজন আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি।

দলগত কাজ

তোমরা হয়ত তোমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ খুঁজে পাবে যারা জগদীশচন্দ্র বসুর মতো অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবান। এসো এমন মানুষের কাহিনি নিয়ে আমরা পোস্টার বানাই।

প্রত্যেক দল একটি করে আত্মমর্যাদার গল্প পোস্টারে লিখ।

[এ কাজের জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।]

সব দলের গল্পগুলো পোস্টার আকারে দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও।

[এ কাজের জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।]

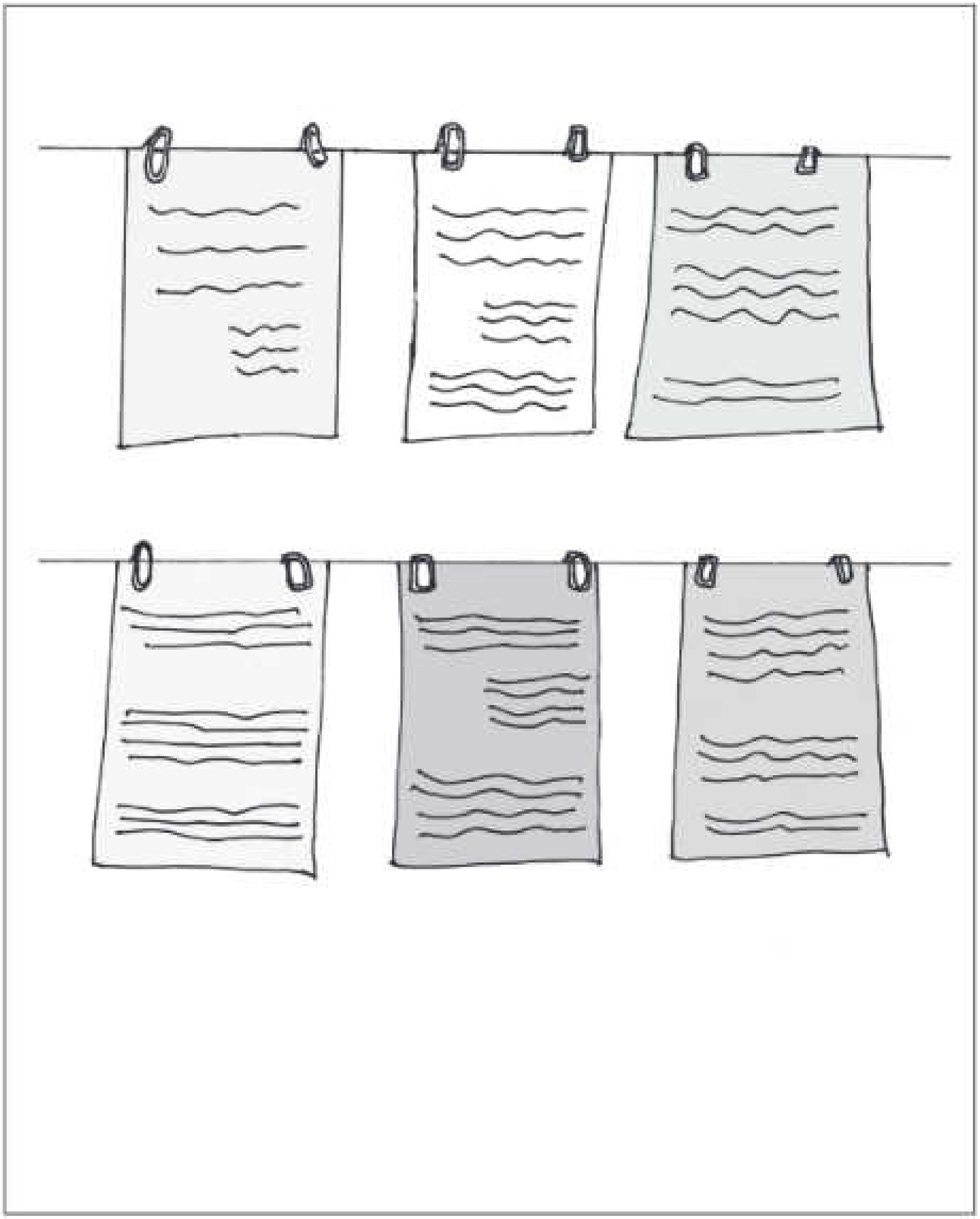

চিত্র : দেয়ালে ঝোলানো গল্পের পোস্টার

পাঠ ৫ : আত্মবিশ্বাস

এসো নিচের ছবিগুলো দেখি এবং ভাবি -

রাকিব স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তব্য দিচ্ছে। ওর শরীরের ভাষা দেখে বোঝা যায় যে সে ভয় পাচ্ছে না।

সাঁতার শেখার ক্লাসে নিতুর ইন্সট্রাক্টর বললেন, তোমার ডুবে যাবার ভয় নেই কারণ তুমি লাইফ জ্যাকেট পরে আছ। নিতুও জানে যে তার ডুবে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

শিক্ষক ক্লাসে পড়ানো শেষ করে বললেন- 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এখন সামনে এসে আজকে আমরা যা পড়লাম তা সংক্ষেপে বলতে পারবে?' বেশিরভাগই হাত তুলল।

প্রথম ছবিতে রাকিবের, দ্বিতীয় ছবিতে নিতুর মধ্যে কী দেখেছ এবং তৃতীয় ছবিতে শ্রেণিতে যারা হাত তোলেনি, তাদের মধ্যে কিসের অভাব ছিল? নিতু ও রাকিবের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল, তাই তারা একটুও ভয় পায়নি। তৃতীয় ছবিতে কারো কারো মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল, তাই তারা হাত তোলেনি। তারা ভয় পাচ্ছিল কারণ তারা আত্মবিশ্বাসী ছিল না। তাহলে আত্মবিশ্বাস বলতে আমরা কী বুঝব?

'আত্ম' মানে তো 'নিজ'। তাহলে আত্মবিশ্বাস মানে কি নিজের ওপর বিশ্বাস? হ্যাঁ, ঠিক তাই। আত্মবিশ্বাস মানে হলো নিজের জ্ঞান, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বিশ্বাস ও আস্থা। যাদের নিজেদের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে জানা আছে ও সেটার ওপর যথাযথ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, তারাই আত্মবিশ্বাসী।

চলো একটা গল্প শুনি-

এক দেশে ছিল এক লোক। তার নাম ছিল হাবু। সে খুব করে খেত শুধুই দুধ-সাগু। সে নিজেকে খুবই পালোয়ান মনে করত, যদিও তার গায়ে তেমন বল ছিল না। তো সে ভাবল- গায়ে বল থাকলেই উড়া যায়। তাই সে শহরময় ঘোষণা করে বসল যে সে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে উড়ে বেড়াবে। বোকা হাবুর মাথাতেই এলো না যে উড়তে হলে পাখা দরকার, আর উড়তে শেখাটাও দরকার। তো সে যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে পাহাড়ে উঠল। সবাই তাকে নিষেধ করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। হাবু ভাবল- সে বিখ্যাত হয়ে যাবে দেখে সবার অনেক হিংসা হচ্ছে। তাই তারা তাকে নিষেধ করছে। নিজের বিশ্বাস মতো হাবু দিল লাফ...আর তারপর...যা হবার তাই হলো...একেবারে চিৎপটাং।

হাবুর নিজের প্রতি এই বিশ্বাস কিন্তু আত্মবিশ্বাস নয় বরং অতি বা ভুল বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস হল নিজের প্রকৃত ক্ষমতা জেনে, বুঝে তারপর নিজের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি হওয়া।

কাজ প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজে কোন কোন ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, তা নিয়ে খাতায় লিখবে এবং ক্লাসে সবার সামনে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৬ - ৮ : আত্মবিশ্বাসী মানুষের গল্প জেনে এসো আত্মবিশ্বাসী হই

অনেকেই মনে করেন, আত্মবিশ্বাস হলো জীবনে সফল হওয়ার মূলমন্ত্র। আত্মবিশ্বাসী না হলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। জীবনে চলার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে। কিন্তু যারা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, তারা সহজে হাল ছাড়ে না। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত চলতেই থাকে তাদের প্রচেষ্টা। যত বাধাই আসুক কিছুই

তাদের থামিয়ে রাখতে পারে না। যাদের আত্মবিশ্বাস নেই তারা অল্পতেই হাল ছেড়ে দেয়, মেনে নেয় পরাজয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবো। বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানিরা আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের টাকায়, আমাদের সম্পদে ওরা সম্পদ গড়েছে। তারপর আমরা যখন আমাদের ন্যায্য অধিকার চাইলাম, তখন ওরা আমাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে লাগল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্বিচারে হাজার হাজার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষ হত্যা করল। সেই জুলুম আমরা মেনে নিইনি। আমরা তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমাদের না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু আমরা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে-মেয়েরা দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছিলাম। তাই আমরা শত বাধা অতিক্রম করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি।

তোমরা কি মুসা ইব্রাহিমের নাম শুনেছ? তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে পড়ার সময় থেকেই তিনি পর্বতারোহণের কঠোর অনুশীলনে মগ্ন থাকতেন। এভারেস্ট আরোহণকালেও অক্সিজেন স্বল্পতা ও শারীরিক নানা বাধার মুখে পড়েন তিনি। বেশ কয়েকবার মৃত্যুমুখে পড়তে পড়তে বেঁচে ফেরেন। তবুও তিনি হার মানেননি, দমে যাননি, থেমে যাননি। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি ঠিকই এভারেস্ট জয় করেছেন।

চিত্র: এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহিম

বাংলাদেশের এক ছোট্ট শহরে ফেরদৌসির জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই তার ইচ্ছা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। তাই সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করত। সে যখন স্কুলে পড়ত, তখন স্কুলে যাবার পথে কয়েকজন বখাটে ছেলে তাকে বিরক্ত করত। ফেরদৌসি ছিল সাহসী ও আত্মমর্যাদাবান মেয়ে।

সে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। সন্ত্রাসীরা ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোন কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তার অভিভাবকরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয় এবং তাদের দুজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এলাকার যুবকদের নিয়ে অভিভাবকেরা সন্ত্রাসবিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন। ভবিষ্যতে যেন আর কোন ফেরদৌসি অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার না হয় সে লক্ষ্যে তারা কাজ করছে।

এসো আত্মবিশ্বাসী হই

নিচের ছবিগুলো দেখে বলো তুমি কোথায় কোথায় আত্মবিশ্বাসী হতে পারো?

(১)

(২)

(৩)

(৪)

কাজ

সংসদীয় আলোচনা

শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রথমে দুই ভাগ হয়ে যাবে। প্রতি ভাগে ছেলে-মেয়ের অনুপাত সমান থাকবে। দুই ভাগের প্রথম ভাগ হবে সরকার পক্ষ ও দ্বিতীয় ভাগ হবে বিরোধীপক্ষ। উভয়পক্ষই শিক্ষকের সহায়তায় তাদের ২-৩ জনের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই প্রতিনিধি নিচের ইস্যুতে তার দলের ভূমিকা বা অবস্থান ব্যাখ্যা করবে। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে মাননীয় স্পিকারের ভূমিকা নিতে পারেন।

'বাল্যবিবাহ/যৌতুক প্রথা রুখতে আমি কী কী করতে পারি এবং কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারি'

শিক্ষক তাদের ভাবনা, চিন্তা ও বক্তব্যসমূহের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

*এ কাজের জন্য দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৯ : সৃজনশীলতার ধারণা

শান্তনু পত্রিকায় শিশুদের পাতা পড়ছিল। একটি শব্দ তাকে বেশ আকৃষ্ট করল। শব্দটি হলো 'সৃজনশীলতা'। শান্তনু তার মাকে প্রশ্ন করল- 'আচ্ছা মা, সৃজনশীলতা কী'? মা বললেন- 'সৃজনশীলতা হলো নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আবার কোনো কাজ নতুনরূপে নতুনভাবে করাটাও সৃজনশীলতা'। মা ঠিকই বলেছেন। নতুন কিছু তৈরি করা, যা ভালো কাজে লাগতে পারে বা কোনো কাজ নতুনভাবে করা এক ধরনের সৃজনশীলতা। যেমন : মেঝেতে আলপনা আঁকা, কবিতা বা গল্প লেখা, ছবি আঁকা, পোকার আক্রমণ থেকে ধান ক্ষেত রক্ষার জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, কোন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি।

সৃজনশীলতা আমাদের সবার ভেতরেই থাকে। একেকজনের ভেতর থাকে একেক রূপে, একেকজন একেক বিষয়ে সৃজনশীল হয়ে থাকেন। আমাদের ভেতরের লুকানো সৃজনশীলতা আমরা নানা রকম কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করি।

সাদিয়া স্বপ্ন দেখে সে বড়ো হয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে। এখন থেকেই সে তার আশেপাশের নানারকম বাতিল বা ফেলে দেওয়া জিনিস-পত্র দিয়ে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু বানায়। সে তার বাতিল কলমগুলো গলিয়ে পেপারওয়েট বানিয়েছে, পুরানো গ্লাস আর রঙিন কাগজ কেটে কলমদানি বানিয়েছে। শিক্ষক তার এসব বানানোর কথা শুনে বললেন- আমাদের সাদিয়া একজন সৃজনশীল মেয়ে।

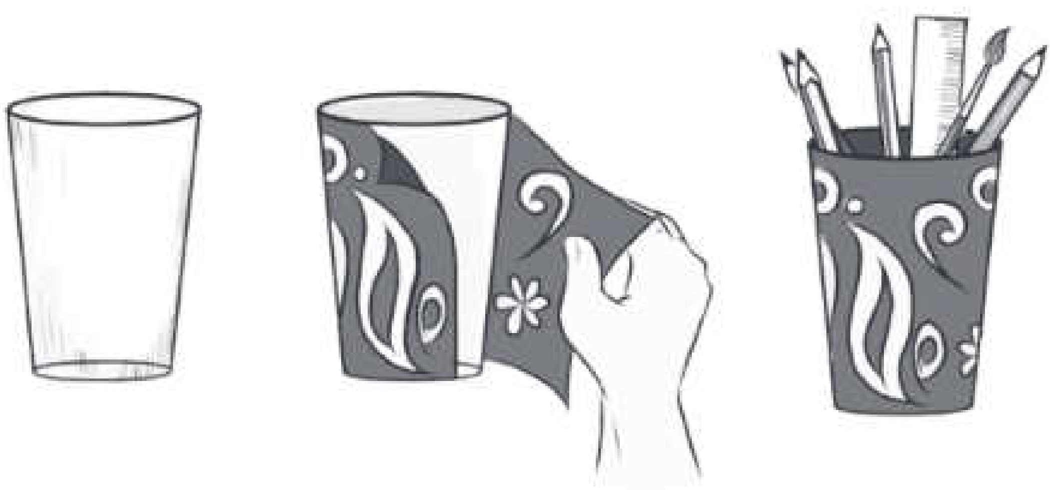

এজাজ এবং তার কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করল যে তারা তাদের শ্রেণিকক্ষকে সুন্দর করে সাজাবে। তাই এজাজ ও তার বন্ধুরা মিলে বেশকিছু রঙিন কাগজ সংগ্রহ করল। তারপর তারা সেসব কাগজ কেটে বিভিন্ন রকম সুন্দর সুন্দর ফুল-পাতা-পাখি বানিয়েছে। সেসব ফুল-পাতা-পাখি দিয়ে তারা সুন্দর করে তাদের শ্রেণিকক্ষ সাজিয়েছে। খবর শুনে প্রধান শিক্ষক দেখতে এলেন। তিনি সবার এই সৃজনশীল উদ্যোগ ও কাজের খুব প্রশংসা করলেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন- শুধু শ্রেণিকক্ষ নয় বরং সবাই আমরা আমাদের নিজেদের ঘর, পড়ার টেবিল কীভাবে সাজিয়ে রাখি ইত্যাদিও সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে।

তোমরা কি কখনো ভেবেছ, আমরা কীভাবে নতুন নতুন জিনিস বানাই, কীভাবে এসব নিত্যনতুন জিনিস বানাবার বুদ্ধি পাই? আসলে আমরা সচেতন এবং অবচেতন উভয় অবস্থায় আমাদের চারপাশের নানা বস্তু, বিষয় ও ঘটনা নিয়ে ভাবি। ভাবনার ভেতরেই নতুন বুদ্ধি চলে আসে।

তাই আমরা যদি সৃজনশীল হতে চাই, তবে আমাদের নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে, মনের ভেতর থেকে নতুন, সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় কোনো কিছু করতে চাইতে হবে।

চিত্র: রঙিন কাগজ দিয়ে ফুল তৈরির পদ্ধতি

পাঠ ১০ : কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা

এসো নিচের কয়েকটি ঘটনা পড়ি :

ঘটনা — ১

সাথী কবিতা খুব ভালোবাসে। সে এবং তার সহপাঠীরা মিলে একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরির চিন্তা করল। এ ব্যাপারে প্রথমেই তারা তাদের শ্রেণিশিক্ষকের পরামর্শ নিল। শ্রেণিশিক্ষক তাদের চারপাশ থেকে পাওয়া সামগ্রী দিয়ে দেওয়াল পত্রিকা বানাবার জন্য বললেন। সাথে সাথে শিক্ষক মহোদয় এটাও বললেন যে দেওয়াল পত্রিকায় যেন সবার অংশগ্রহণ থাকে। তাই সাথী ও তার বন্ধুরা মিলে স্কুলের বাগানে পড়ে থাকা বাঁশ দিয়ে তৈরি করল দেওয়াল পত্রিকার ফ্রেম আর স্টোররুমে পড়ে থাকা চট দিয়ে দেওয়াল পত্রিকার জমিন। তারপর তারা সবাই মিলে বেশ কিছু কবিতা সংগ্রহ করে আটকে দিল চটের ওপর। এভাবে তারা তাদের দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করল। তাদের এই কাজ দেখে সবাই খুব প্রশংসা করল। সবাই বলল, এটি দারুণ সৃজনশীল কাজ।

ঘটনা — ২

রাইয়ানের কোনো জিনিসই ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না। তার সব সময়ই মনে হয় যে আমরা যেসব জিনিস ফেলে দিই, সেসব জিনিস দিয়েও প্রয়োজনীয় ও সুন্দর অনেক জিনিস তৈরি করা যায়। তাতে অপচয় অনেক কম হয়। তাই রাইয়ান ফেলে দেওয়া জিনিস সংগ্রহ করে নানা রকম জিনিস বানাবার চেষ্টা করে। সে কোমল পানীয়ের ফেলে দেওয়া ক্যান আর নানা রকম রঙিন কাগজ দিয়ে ফুলদানি, কলমদানি ইত্যাদি তৈরি করেছে। এসব জিনিস সে নিজে যেমন ব্যবহার করে, তেমনি বন্ধুদেরকে উপহার হিসেবে দেয়। তার দেওয়া এসব উপহার বন্ধুরা অনেক পছন্দ করে। এসব ছাড়াও সে দড়ি ও কাপড় দিয়ে নানা রকম পুতুল, প্লাস্টিক বোতলের উপরের অংশ দিয়ে তেল ঢালার জন্য ফানেল/চোঙ, পুরানো কলম দিয়ে পেপারওয়েট, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি করেছে। সবাই বলে কাজের ক্ষেত্রে রাইয়ানের এই সৃজনশীলতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ঘটনা — ৩

নাফিসার আঁকার হাত অনেক ভালো। সে ছবি আঁকতেও খুব পছন্দ করে। সে তার চারপাশের নানা বস্তুর ছবি আঁকে। সে যেমন প্রকৃতির ছবি আঁকে, তেমনি আঁকতে পারে আলপনা। আত্মীয় কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীদের বিয়ে কিংবা অন্য অনুষ্ঠানে নাফিসা আলপনা এঁকে দেয়। সবাই নাফিসার আঁকা নতুন ডিজাইনের আলপনা খুব পছন্দ করে এবং তার এ ধরনের সৃজনশীল কাজের প্রশংসা করে। শুধু তাই নয়, নাফিসা তার নিজের ও তার বোনের জন্য পোশাকের নতুন ডিজাইনও করে থাকে। যেহেতু পোশাকের ঐ ডিজাইনগুলি নাফিসার নিজের করা, তাই তার পোশাক আর সবার চেয়ে আলাদা। গত বিজয় দিবসে নাফিসা মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকেছিল, যা সে থানা শিক্ষা অফিসারকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। থানা শিক্ষা অফিসার নাফিসার আঁকা এই ছবির খুবই প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন- আমাদের সবার নাফিসার মতো সৃজনশীল হবার চেষ্টা করা উচিত।

এখন বলতো দেখি, আমরা কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে পারি?

আমরা আমাদের পড়ার টেবিল, বই-খাতা, নিজের ঘর ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারি।

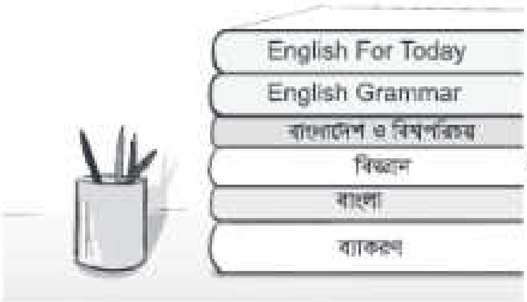

আমরা বই-খাতার পাশে বিষয়ের নাম লিখে রাখতে পারি যাতে বইয়ের স্তূপ থেকে সব বই না নামিয়ে প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে পেতে পারি।

আমরা খাতার বা লেখার কাগজের চারপাশে মার্জিন টেনে নিয়ে লিখতে পারি, তাতে আমাদের খাতা দেখতে আরও সুন্দর লাগবে।

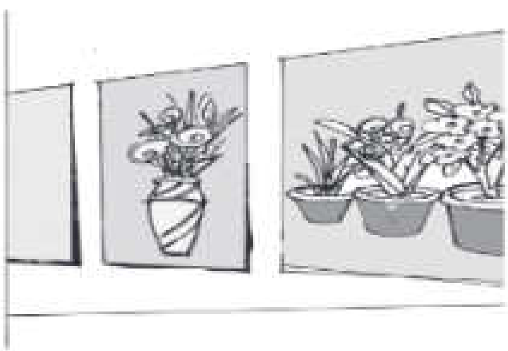

আমরা আমাদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পোস্টার তৈরি করে আমাদের শ্রেণিকক্ষ সাজাতে পারি।

কাজ

আমরা প্রত্যেকে কী ধরনের সৃজনশীল কাজ করতে পারি তার একটি তালিকা (কাজের বর্ণনাসহ) তৈরি করি। অন্তত দুটি কাজ বর্ণনাসহ উপস্থাপন করি।

পাঠ ১১ : কয়েকজন সৃজনশীল মানুষের গল্প

এরই মধ্যে আমরা সৃজনশীলতা সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে আমরা জানব কয়েকজন সৃজনশীল মানুষের গল্প। যদিও প্রতিটি মানুষই কম-বেশি সৃজনশীল, তবুও কিছু কিছু মানুষ রয়েছেন, যাদের সৃজনশীলতা পৃথিবী বিখ্যাত। তেমন কয়েকজন মানুষের গল্প আমরা এই পাঠে জানব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প বা কবিতা লেখাও এক ধরনের সৃজনশীলতা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নোবেল বিজয়ী কবি। তিনি মানুষের জীবন, মন আর প্রকৃতি নিয়ে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস ও অসংখ্য গান লিখেছেন। গানে সুরও দিয়েছেন। তিনি ছবিও আঁকতেন। তাঁর যে লেখায়, কথার বুননে, শব্দ চয়নে, বাক্যের গাঁথুনিতে সবার উপরে জীবন ও দর্শন নিয়ে ভাবনা-চিন্তার প্রকাশে আমরা তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় পাই।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

রং আর তুলিতে যার সৃজনশীলতা হয়ে উঠেছিল বাস্তব, তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন আমরা সবাই দেখি, আমরা সবাই সেই জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই যাই; তবু আমাদের দেখা জয়নুল আবেদিনের মতো হয় না। সবার পক্ষে সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে যা আঁকতে চায় তা যথার্থভাবে আঁকা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় তাদের পক্ষে যারা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মত সৃজনশীল।

টমাস আলভা এডিসন

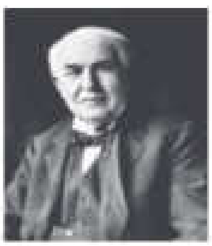

খুব ছোটোবেলায় এডিসনকে স্কুলে খুব করে বকা খেতে হয়েছিল পড়া না পারার কারণে। কিন্তু এই এডিসনই সবার বিচারে শতাব্দীর অন্যতম সৃজনশীল মানুষ। হাজারের বেশি আবিষ্কারের রেকর্ড রয়েছে তার। এই যে আমরা বিদ্যুৎ বাতির আলোয় রাতের অন্ধকারেও চারপাশ উজ্জ্বল দেখি, সেটা এই এডিসনের আবিষ্কার। আজকালকার বহুল ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যেমন ক্যাসেট প্লেয়ার কিংবা সিডি প্লেয়ার আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে মানুষ যে গ্রামোফোনে গান শুনত, সেই গ্রামোফোনও এডিসনের আবিষ্কার। এ ছাড়া তিনি টেলিগ্রাফও আবিষ্কার করেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

১৪৫২ সালের ১৫ এপ্রিল ইতালির কালজয়ী চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ফ্লোরেন্সের অদূরবর্তী ভিঞ্চি নগরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম লিওনার্দো দি সের পিয়েরো দা ভিঞ্চি। খুব অল্প বয়সে তাঁর শিল্প-মেধার বিকাশ ঘটে। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে মোনালিসা, দ্য লাস্ট সাপার, ম্যাডোনা অন্যতম। অবশ্য বহুমুখী প্রতিভাধর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অন্যান্য পরিচয়ও রয়েছে। তিনি একাধারে ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ, সমরযন্ত্রশিল্পী এবং বিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্রষ্টা। আমরা যে আকাশে হেলিকপ্টার উড়তে দেখি, আকাশে পাখির ওড়া দেখে তাঁর নকশা তিনিই প্রথম করেছিলেন। লিওনার্দো একধরনের প্লাস্টিক ও ক্যামেরা তৈরি করেছিলেন। কন্টাক্ট লেন্স এবং স্টিম ইঞ্জিন নিয়ে লিখে গেছেন, আকাশ কেন নীল তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই সব করতে পেরেছিলেন তাঁর চমৎকার সৃজনশীলতার গুণে। তাঁর জীবন হল সৃজনশীলতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লিওনার্দো সবসময় আচ্ছন্ন ছিলেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং সেই সাথে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চাইতেন।

আর এর সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে তার লেখালেখিতেও। খেয়ালী রাজকুমারের মতো এলোমেলো ভাবে নোটবুকের পৃষ্ঠায় ভিঞ্চি তার চিন্তাভাবনা লিখে রেখে গেছেন। আলোক বিজ্ঞানের উপর কোনো লেখার পাশেই হয়ত আঁকা হয়েছে কোনো মুখের স্কেচ, বা কোনো নির্দিষ্ট রং কিভাবে তৈরি করা যাবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা কোনো নির্দিষ্ট রোগ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে তার উপায়।

দলগত কাজ

সৃজনশীল আরো কয়েকজন মানুষের একটি তালিকা (কাজের বর্ণনাসহ) তৈরি করে উপস্থাপন কর।

পাঠ ১২ : কায়িক শ্রমের পরিচয়

কায়িক শ্রম বলতে আমরা আসলে শারীরিক পরিশ্রমকে বুঝি। প্রায় সব ধরনের শারীরিক পরিশ্রম কায়িক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। হাঁটা-চলা যেমন এক ধরনের কায়িক শ্রম, তেমনি খেলাধুলা করাও এক ধরনের কায়িক শ্রম। এ ছাড়াও অনেক পেশাজীবী আছেন, যারা নিয়মিত কায়িক শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকেন। যেমন- রিকশাচালক: তিনি সারা দিন রিকশা চালান। রিকশা চালাতে তার অনেক শারীরিক পরিশ্রম হয়। রিকশা চালাতে তার যে শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাই কায়িক শ্রম। রিকশাচালক ছাড়াও রয়েছেন কৃষক, শ্রমিকসহ নানা পেশার মানুষ, যারা নানা রকম কায়িক শ্রমের সাথে যুক্ত।

যারা রিকশা-ভ্যান কিংবা ঠেলাগাড়ি চালান, তারা কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দিনভর কায়িক পরিশ্রম করতে তাদের অনেক কষ্ট হয়। তাদের কায়িক শ্রমে আমাদের যাতায়াত ও পরিবহন সহজ হয়। কাজেই তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

যারা রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে কৃষিকাজ করেন, তাদের কঠোর কায়িক পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলে। সেই শস্য খেয়ে সারা দেশের মানুষ বাঁচে। তারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

তবে শুধু ভারী ভারী কাজ করাই যে কায়িক শ্রম তা কিন্তু নয়, আসলে যেকোনো ধরনের পরিশ্রমই কায়িক শ্রম। এই যেমন- বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্রমের পরিমাণ এতটাই কম যে, আমরা তা বিবেচনার মধ্যেই আনি না। আমরা বাড়িতেও অনেক কাজ করি। থালা বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া, ঘর-দোর পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এসব কাজও কায়িক শ্রমের উদাহরণ।

যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁরা সবাই কায়িক শ্রমকে অনেক মূল্যায়ন করেন। প্রত্যেক ধর্মেও কায়িক শ্রমের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কায়িক শ্রম আমাদের নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে দূরে রাখে। আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে।

কাজ

তুমি তোমার পাশে বসা সহপাঠীর সাথে আলাপ করে বের করো যে তোমরা সারাদিন কী কী কায়িক শ্রমের কাজ করো।

পাঠ ১৩ - ২৫ : কায়িক শ্রম ও এর অনুশীলন

সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়। সাফল্য এমনিতে আসে না। সততার সাথে মেধা আর পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই কেবল সাফল্য অর্জন করা যায়। আজ আমরা এমনি একজন মানুষের গল্প শুনব, যিনি তার জীবনে সততা আর কায়িক শ্রমের যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

কঠোর পরিশ্রম করে অনাথ রতন এখন অল্প-স্বল্প সহায় সম্পত্তির অধিকারী। পত্রিকা বিলির মধ্য দিয়ে তার দিন শুরু হলেও রাতে ঘুমাতে যেতে হয় খামারের গরু দেখাশোনা করে। এভাবেই কঠোর পরিশ্রম করে ধাপে ধাপে উপরে উঠে এসেছেন রতন। হকার রতন পরিশ্রম করে আরও বড় হতে চান। ছয় বছর বয়সে বাবা অনাথ চন্দ্র সরকার মারা গেলে মা সন্ধ্যারানী রতনকে নিয়ে আশ্রয় নেন জোনাইডাঙ্গা গ্রামের রূপু মজুমদারের বাড়িতে। এর পর সন্ধ্যারানী ছেলেমেয়েকে বাঁচাতে মানুষের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ নেন। তাতেও যখন চলে না, তখন রতনকে স্থানীয় পত্রিকার দোকানে খাওয়া-দাওয়া চুক্তিতে কাজ নিয়ে দেন।

১৯৮৯ সালে অন্যের দোকানে পত্রিকা বিলি করতে করতে রতনের ইচ্ছা হয়, তিনি নিজেই পত্রিকা বিক্রি করবেন। ১৯৯২ সালে রতন চাকরি ছেড়ে দিয়ে দৈনিক চাঁদনীবাজার পত্রিকা এনে উলিপুর বাজারে বিক্রি করা শুরু করেন। এখান থেকে তার পথচলা শুরু, পরিচয় হয় সাংবাদিকসহ নানা পেশার মানুষের সঙ্গে। ১৯৯৫-৯৬ সালে তিনি প্রথমে একটি পত্রিকার এজেন্সি পান। এরপর একে একে বেশ কয়েকটি পত্রিকার এজেন্সি পান।

বিনয়ী ও সদালাপী রতন সরকার হয়ে ওঠেন উলিপুরে সবার প্রিয় 'আমাদের রতন'। পত্রিকা দ্রুত এলাকায় পৌঁছানোর জন্য কিনেছেন একটি মোটরসাইকেল। তাতে করে প্রতিদিন ভোরে গিয়ে কুড়িগ্রাম থেকে পত্রিকা এনে ৮ হকারকে পত্রিকা দিয়ে নিজে সাইকেলে পত্রিকা নিয়ে ছুটে চলেন পাঠকের বাড়ি বাড়ি। দুপুর থেকে মুরগির খামারে কাজ করে বিকেলে আবার পত্রিকার টাকা তুলে হিসাব করে রাত ১০টায় বাড়ি ফেরার পর মুরগি ও গরুর খামার দেখাশোনা। এভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটে।

প্রতিদিন তিনি গড়ে ১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করেন। এভাবেই দুঃখভরা জীবনকে সুখের নীড় করে তুলেছেন বলে জানান রতন। রতন জানান, নিজে তেমন একটা লেখাপড়া করতে পারেননি বলে তার ভীষণ কষ্ট। আর এ কষ্টকে জয় করবেন বলে স্ত্রী সুমিত্রা রানী সরকারকে এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করান। ৫ ও ৩ বছরের মেয়ে রাত্রী ও রীতি সরকারকে অনেক লেখাপড়া করানোর ইচ্ছা রয়েছে বলে জানান।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও ভালো ও বড়ো কিছু করার। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে গরুর খামার করেছেন। এ খামারে কোনো কর্মচারী না রেখে তারা নিজেরাই রুটিন মাফিক সব কাজ করেন। খামারে ৩টি গাভি থেকে প্রতিদিন ৩০-৩৫ লিটার দুধ আসে। আর্থিক সংকট তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রধান অন্তরায় বলে জানান। তবে এ অন্তরায়কেও তিনি জয় করবেন বলে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। (সূত্র : ইন্টারনেট)

এসো আজ আমরা সবাই মিলে কায়িক শ্রমের অনুশীলন করব। আজ আমরা আমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করব এবং সুন্দর করে সাজাব।

দলগত কাজ

কাজ ১ : শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার

দল-১ বেঞ্চ, চেয়ার ও টেবিল পরিষ্কার করবে

দল-২ শ্রেণিকক্ষের মেঝে ও ছাদ পরিষ্কার করবে

দল-৩ ব্ল্যাকবোর্ড ও শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল পরিষ্কার করবে

দল-৪ শ্রেণিকক্ষের দরজা-জানালা পরিষ্কার করবে

কাজ ২ : শ্রেণিকক্ষ সজ্জা

সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষ নতুন করে সাজাতে হবে

* এ সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সম্পাদন করতে হবে (মোট ১৩টি শ্রেণি কার্যক্রম)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

পাঠ ২৬ : মেধাশ্রম

শ্রম কিন্তু শুধু শারীরিক হয় তা নয়, মেধাগত পরিশ্রমও আমরা নিয়মিত করে থাকি। যেমন ধর-

তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করল। তুমি বেশ চিন্তাভাবনা করে ধাঁধাটির উত্তর দেবে। এই যে ধাঁধাটির উত্তর দেওয়ার জন্য তুমি চিন্তা করেছ, সেটি কিন্তু এক ধরনের মানসিক পরিশ্রম। ধাঁধাটির উত্তর দেবার জন্য তুমি তোমার মেধা খাটিয়েছ; অর্থাৎ তুমি মেধাশ্রম দিয়েছ।

একজন রোগী ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তার সব কথা শুনে তাকে ঔষধ দিলেন। একটু ভাবোতো দেখি- ডাক্তার তাকে কীভাবে ঔষধ দিলেন? ডাক্তার রোগীর কথা শুনে প্রথমে রোগের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং লক্ষণগুলো দেখে রোগ নির্ণয় করেছেন। তারপর রোগের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধ দিয়েছেন। এই পুরো প্রক্রিয়ায় ডাক্তার কিন্তু কোনো শারীরিক পরিশ্রম করেননি, তিনি খাটিয়েছেন তার মেধা। তাই ডাক্তারের এই পরিশ্রম হলো এক ধরনের মেধাশ্রম।

তুমি প্রতিদিন তোমার পাঠ শেখো। এসব পাঠ বুঝে শিখতে গিয়ে তোমাকে তোমার মেধা খাটাতে হয়। কাজেই প্রতিদিনের পড়া শেখা, মনের মধ্যে ধরে রাখা এবং ভবিষ্যতে তা কাজে লাগানো মেধাশ্রমের উদাহরণ।

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? যে সকল কাজ আমরা মেধা ব্যবহার করে সম্পাদন করি, সে সকল কাজকে মেধাশ্রম বলা যায়। অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের চিন্তা, ভাবনা, জ্ঞান ইত্যাদি ব্যবহার করে কোনো কাজ করে থাকি, সেটাই হলো আমাদের মেধাশ্রম। মেধাশ্রম হলো মানসিক শ্রম। আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি, কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজি, সেগুলো সবই এক ধরনের মেধাশ্রম।

আমরা প্রতিদিন নানা রকম কাজ করি। সেসব কাজের মধ্যে যেমন মেধাশ্রম থাকে, তেমনি থাকে কায়িক শ্রম। মেধাশ্রমের পাশাপাশি কায়িক শ্রম দিতে না পারলে হয়ত অনেক কাজই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হতো না। আমরা প্রতিদিন যেসব কাজ করে থাকি কিংবা যেসব কাজ করতে দেখে থাকি, সেসব কাজের মধ্যে কোনগুলো মেধাশ্রম আর কোনগুলো নয়, তা কি আমরা বলতে পারব? এসো একটু চেষ্টা করে দেখি।

নিচের যেগুলিতে মেধাশ্রমের পরিমাণ বেশি, সেগুলির পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও এবং বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো যে ঐ কাজগুলো কেন মেধাশ্রমের উদাহরণ-

কাজের নাম	টিক চিহ্ন (√)
দর্জির কাপড় সেলাই	
লেখকের বই লেখা	
শ্রেণিতে বসে মুক্তচিন্তার সাহায্যে কোন বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখা	
ডাকপিয়নের চিঠি বিলি করা	
ডাক্তারের রোগ নির্ণয় করা	
শ্রেণিতে শিক্ষকের গাণিতিক সমস্যা বুঝিয়ে দেওয়া	
থালা-বাসন পরিষ্কার করা	

পাঠ ২৭-৩১ : মেধাশ্রম ও এর অনুশীলন

একবার ভেবে দেখতো- মানুষ এবং মেশিনের কাজের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? মানুষ তার কাজ করার সময় নানারকম চিন্তা ভাবনা করে; মেশিন কিন্তু তা করে না। মেশিন শুধু কাজ করে যায়। মানুষ চিন্তা করতে পারে, ভাবতে পারে আর তার সে ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতেও পারে। পাখির আকাশে ওড়া দেখে মানুষের মনে আকাশে ওড়ার ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। তাই মানুষ তার মেধা খাটিয়ে মেধাশ্রম ও কায়িক শ্রম দিয়ে তৈরি করেছে উড়োজাহাজ।

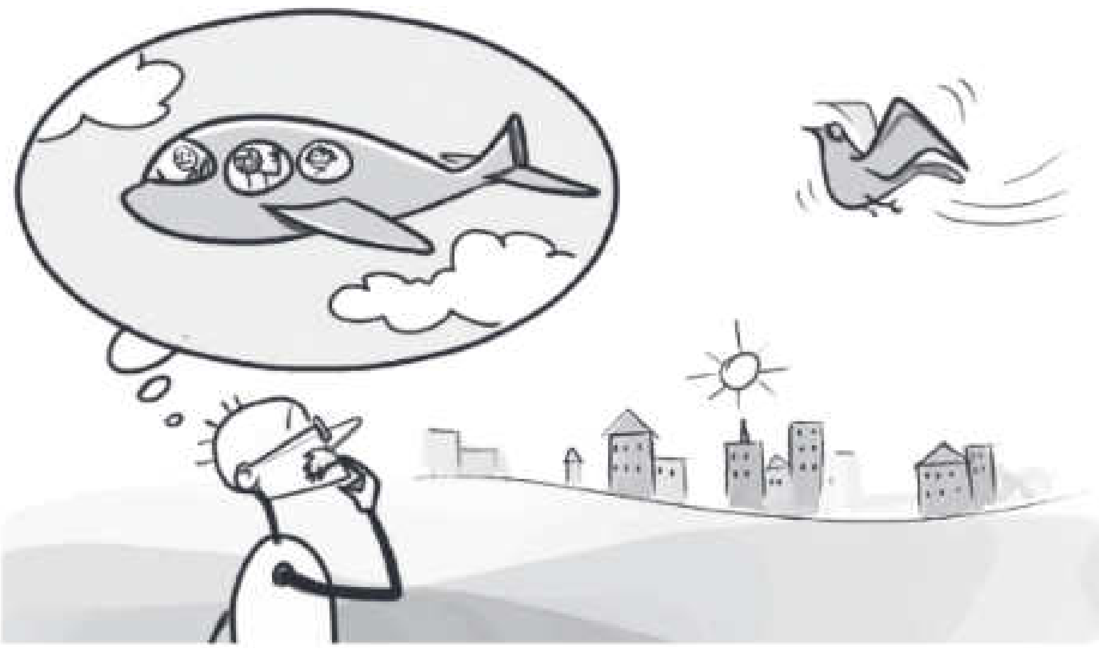

মানুষ তার মেধাশ্রম দিয়েই এত রকম জিনিসপত্র তৈরি করেছে, ফলে জীবন আরামদায়ক হয়েছে। আমরা যদি মেধাশ্রম না দিতাম তাহলে হয়ত মানবসভ্যতা এভাবে দিনে দিনে উন্নত হতে পারত না। কীভাবে ঘর বানাতে হয় তা হয়ত আমাদের আজও অজানাই থেকে যেত; আমরা হয়ত আজও পাহাড়ের গুহায় বাস করতাম। আবিষ্কারকগণ মেধাশ্রম না দিলে আমরা বিদ্যুৎ বাতিও পেতাম না; পেতাম না মোবাইল টেলিফোন, টেলিভিশন এমনকি বাইসাইকেল। মেধাশ্রম না দিলে আমরা এমনকি চাকার ব্যবহারও শিখতে পারতাম না। আসলে মেধাশ্রম ছাড়া জীবন অচল। তবে মাথায় রাখতে হবে, মেধাশ্রম যেন মানব বিধ্বংসী কাজে ব্যবহার না করা হয়; যেমন- মারণাস্ত্র তৈরি।

কাজ

তুমি প্রতিদিন কী কী করো তার একটি তালিকা তৈরি করে তালিকার কোনগুলি শ্রমঘন তা চিহ্নিত করো প্রয়োজনে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা নাও।

*একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

প্রতিদিন আমরা গল্প পড়ি। আজ আমরা গল্প লিখব। চাইলে কেউ ছড়া বা কবিতাও লিখতে পারি। আবার কেউ যদি চাই ছবিও আঁকতে পারি। তবে যে যাই করি না কেন, করার আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

দলগত কাজ

নিম্নের ধারণাটি নিয়ে গল্প/কবিতা/ছড়া লিখতে বা ছবি আঁকতে হবে।

বোলপুর গ্রামে হঠাৎ করে গাছ কাটার হিড়িক পড়ে গেল। সবার কী হলো কে জানে- যে যেভাবে পারে, গাছ কাটে। এভাবে কাটতে কাটতে মাঠ-ঘাট-গ্রাম থেকে গাছ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। গাছ শুধু প্রকৃতির সম্পদই নয়, গাছ প্রকৃতির অংশ। গাছ না থাকলে প্রকৃতিও ঠিকঠাক থাকে না। বোলপুর গ্রামে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো.........

(এরপর থেকে তোমরা লেখ বা ছবি আঁক, পড়ে উপস্থাপন করো।)

* গল্প/কবিতা/ছড়া লেখা বা ছবি আঁকার জন্য চারটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মর্যাদা অর্থ কী?

ক. বিশ্বাস খ. সম্মান

গ. দায়িত্ব ঘ. সচেতনতা

২. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য–

i. অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করা

ii. নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা

iii. অন্যের কথায় কান দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i , ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আসমা মায়ের সাথে তাদের ফুল গাছে নিয়মিত পানি দেয় ও যত্ন করে। খামারে কাজ করে। ফলে তাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়।

৩. উদ্দীপকে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. আত্মবিশ্বাস খ. সৃজনশীলতা

গ. কায়িক শ্রম ঘ. মেধাশ্রম

৪. এ ধরনের কাজের ফলে আসমা –

i. প্রফুল্ল থাকবে

ii. আত্মসম্মান বৃদ্ধি পাবে

iii. শারীরিক সমস্যায় পড়বে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i , ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

রহিম মিয়া ডিগ্রি পরীক্ষার পর চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাকরি না পেয়ে বন্ধুদের সাথে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের ব্যবসায় লোকসান হয়। তার বন্ধুরা মন খারাপ করে বসে থাকলেও রহিম মিয়া দমে যায়নি। ছাত্র অবস্থা থেকেই তার হাতের লেখা সুন্দর ছিল। তাই সে বিভিন্ন ডিজাইনে আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড লেখা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের বাড়ির সাথে ছোটো একটি ঘর তৈরি করে সাইনবোর্ড লেখার দোকান খুলে বেশ ভালো রোজগার শুরু করলেন।

ক. আত্মমর্যাদার অর্থ কী?

খ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বলতে কী বুঝায়?

গ. রহিম মিয়ার কাজটি কী ধরনের ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রহিম মিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি – মূল্যায়ন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ

জীবনধারণের জন্য এবং সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের সকলকেই কিছু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজ করতে হয়। এই অধ্যায়ে এসব প্রয়োজনীয় কাজের ধারণা, গুরুত্ব, কাজে সফল হওয়ার উপায় এবং শিক্ষার্থীদের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কাজের তালিকা তৈরি করতে পারব।
- নিজের কাজ নিজে করার সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজসমূহ করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনের আয়বহির্ভূত প্রয়োজনীয় পারিবারিক কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- পরিবারের অন্যদের কাজ চিহ্নিত করতে পারব।
- পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- পরিবারের সদস্যদের পেশার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখতে পারব।
- বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের কায়িক শ্রমের কাজগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ৩২ ও ৩৩ : প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কিছু কাজ

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমরা সবাই কোনো না কোনো কাজ করে থাকি । এর মধ্যে কিছু কাজ আছে যেগুলো অবশ্যই করতে হবে । প্রতিদিন আমরা নিজের প্রয়োজনে নিজে বা অন্যের সহায়তায় যে কাজগুলো করে থাকি, সেগুলোকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ বলে অভিহিত করতে পারি ।

কাজ

তোমরা প্রত্যেকে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও । এবার প্রত্যেক দল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কী কাজ থাকতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করো । প্রত্যেক দলের একজন দাঁড়িয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজের তালিকাটি সবার সামনে পড়ে শোনাও ।

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ
১	ঘুম থেকে উঠে বিছানা গোছানো
২	দাঁত ব্রাশ করা ও হাত-মুখ ধোয়া
৩	....
৪	....
৫	....
৬	....
৭	....
৮	....
৯	....

এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা দুটো ঘটনা চিন্তা করি:

ঘটনা ১ : ইমরানের বয়স নয় বছর। ইমরান প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে নেয়। তারপর দাঁত ব্রাশ করে হাতমুখ ধোয়। নাস্তা তৈরি হলে সে নাস্তা খেয়ে পড়তে বসে। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর স্কুলে যাওয়ার জন্য বই-খাতা গুছিয়ে নেয়। তারপর গোসল করে পরিপাটি হয়ে পাড়ার অন্য বন্ধুদের সাথে স্কুলে যায়। স্কুল ছুটি হলে বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নেয়। বিকেলে সে বন্ধুদের সাথে খেলতে যায়। সন্ধ্যা হলে সে বাড়ি ফিরে নিজেদের গবাদি-পশু পালনে পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগিতা করে এবং হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসে। পড়া তৈরি হলে রাতের খাবার খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে। সবশেষে বিছানা তৈরি করে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘটনা ২ : আসমার বয়স দশ বছর। আসমা প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে নেয়। তারপর দাঁত ব্রাশ করে হাতমুখ ধোয়। রান্নাঘরে নাস্তা তৈরি হলে সে নাস্তা খেয়ে স্কুলের কাজ তৈরি করতে বসে। স্কুলের কাজ শেষ হওয়ার পর স্কুলে যাওয়ার জন্য বই-খাতা ও ব্যাগ গুছিয়ে রাখে। তারপর গোসল করে পরিপাটি হয়ে পাড়ার সহপাঠীদের সাথে স্কুলে যায়। স্কুল ছুটি হলে বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নেয়। বিকেলে সে পাড়ার বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে। সন্ধ্যা হলে সে পরিবারের অন্য সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে এবং হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসে। পড়া তৈরি হলে রাতের খাবার খেয়ে দাঁত ব্রাশ করে। সবশেষে বিছানা তৈরি করে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

কাজ

তোমরা দুটি ঘটনা শুনলে। এই দুটি ঘটনার মধ্যে কি তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ? এবার তোমরা ইমরান ও আসমার কাজগুলো মিলিয়ে দেখ এবং এক এক করে বলার চেষ্টা করো।

* একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

২০২৫

তোমরা একটু খেয়াল করলেই দেখবে আসমা ও ইমরান দুজনে একই কাজ করছে। যেমন : আসমা ও ইমরান সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে নিচ্ছে, দাঁত ব্রাশ করছে, হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছে, পড়তে বসছে, স্কুলের কাজ তৈরি করছে, স্কুলে যাওয়ার জন্য বই-খাতা গুছিয়ে নিচ্ছে, গোসল করছে, স্কুলে যাওয়ার জন্য পরিপাটি হচ্ছে, স্কুল থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে, খেলার সময় বন্ধুদের সাথে খেলতে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে, পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করছে এবং হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসছে, ক্লাসের পড়া তৈরি করছে, রাতের খাবার খেয়ে আবার দাঁত ব্রাশ করছে, সবশেষে বিছানা তৈরি করে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। তারা দুজনে কাজগুলোর কোনোটিই কিন্তু বাদ দিচ্ছে না। আসমা ও ইমরান সারাদিন ধরে যে কাজগুলো করেছে, এগুলোকে বলা হয় প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ।

একইভাবে তোমাদের মা-বাবাও প্রতিদিন তাদের নিজ নিজ কাজ করে থাকেন। মা ঘর-দোর গুছিয়ে রাখেন, রান্না করেন, অফিসে কাজ করেন, তোমাদের পড়া তৈরিতে সহযোগিতা করেন ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেন আর বাবা অফিসে বা মাঠে কাজ করেন, বাজার করেন, মাকে তার কাজে সহযোগিতা করেন, তোমাদের পড়া তৈরিতে সহযোগিতা করেন ও বাসার অন্যান্য কাজ করেন। এরকম প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন তাদের নিজ নিজ কাজগুলো করে থাকেন। প্রত্যেকের এই কাজগুলোই হচ্ছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকেরই এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলো অবশ্যই করতে হয়।

বাড়ির কাজ

প্রাত্যহিক জীবনে তুমি কী কী কাজে সাহায্য কর বাড়ি থেকে তার একটি তালিকা তৈরি করে আনবে।

পাঠ ৩৪ : নিজের কাজ নিজেই করব

নিজের কাজ নিজে করাই ভালো। নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে আনন্দ আছে এবং এটা গৌরবের। যারা নিজের কাজ নিজে করে তারা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। পৃথিবীতে বিখ্যাত মানুষেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। সুতরাং যে কাজগুলো নিজের পক্ষে করা সম্ভব, সেগুলো নিজেই করবে আর যে কাজে অন্যের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন, সেগুলো করার জন্য বাবা-মা, ভাই-বোন বা অন্যদের সাহায্য নেবে।

নিজের কাজ নিজে করার অনেক সুবিধা আছে। যেমন:

সঠিক উপায়ে কাজ করা : নিজের কাজ নিজে করলে কাজটি যেভাবে করতে চাও সেভাবে করা সম্ভব হয়। তোমার কাজ তুমি কীভাবে করবে, সেটি তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝবে না। অন্য কেউ যদি তোমার কাজ করে, সে তার নিজের মতো করে করবে, যা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। যেমন : কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়ের কোন অংশে ময়লা বেশি আছে সেটা তুমিই ভালো জানবে এবং তুমি সে অংশে ভালোভাবে ধোবে। কিন্তু অন্যরা তা করবে না।

কাজের চাপ তৈরি হয় না : নিজের কাজ নিজে করলে পরিবারের কোনো একজনের ওপর কাজের চাপ তৈরি হয় না। ধরো, তোমরা দুই ভাই-বোন। তোমরা যদি তোমাদের সব কাজ বাবা-মাকে করতে বলো তাহলে তাঁদের ওপর অনেক চাপ তৈরি হবে এবং কোনো কাজই তারা সুন্দর করে করতে পারবেন না। কারণ তাঁদেরকে নিজের কাজের পাশাপাশি পরিবারের কাজ ও অন্যান্য অনেক কাজ করতে হয়।

দক্ষতা বাড়ে ও অন্য কাজের জন্য তৈরি হওয়া যায় : নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করার দক্ষতা বাড়ে ও অন্য কাজের জন্য তৈরি হওয়া যায়। তুমি যদি তোমার কাজগুলো নিজে নিজেই করো, তাহলে বারবার করার ফলে ঐ কাজগুলোয় তোমার দক্ষতা বাড়বে। এর ফলে তুমি কাজগুলো আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে করতে পারবে এবং অন্য কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারবে।

স্বাস্থ্য ঠিক থাকে : নিজের কাজ নিজে করলে শরীর ও মন ভালো থাকে। মানুষ দৈনিক পর্যাপ্ত কাজ করলে তার শরীর ভালো থাকে। কাজ করলে শরীরের ব্যায়াম হয়। এর ফলে শরীর ভালো থাকে এবং শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে।

আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ে : নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ে। কোনো কাজ বারবার করলে সে কাজে অনেক সাহস পাওয়া যায়, তখন বিশ্বাস জন্মায় যে কাজটি আমি সহজেই করতে পারব। এ সময়ে কাজে অনেক আনন্দ পাওয়া যায় ও আগ্রহ তৈরি হয়।

অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে : নিজের কাজ নিজে করলে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তুমি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। দেখা গেল তোমার প্রয়োজনীয় সময়ে সে কাজ করে দিতে পারছে না, তখন তোমার বসে থাকা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। আর যদি তোমার কাজ তুমি করো, তাহলে অন্যের ওপর তোমাকে নির্ভরশীল হতে হবে না।

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় : নিজের কাজ নিজে করলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে কাজের বিনিময়ে টাকা বা অন্যান্য জিনিস দিতে হয়। বাহিরে কাজ করাতে গেলে যাতায়াতের খরচও দিতে হয়। যদি কাজগুলো নিজেই করো, তাহলে তোমার ঐ অর্থ বেঁচে যাবে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

নিজের কাজ নিজে না করলে অনেক ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়। যেমন :

কাজে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে : নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে সে কাজে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্য কেউ তোমার প্রয়োজন ভালোভাবে বুঝবে না এবং সে নিজের মতো করে কাজটি করবে। ফলে তুমি যেভাবে চেয়েছ কাজটি সেভাবে না করে ভুলভাবে করতে পারে।

দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না : তুমি যদি তোমার কাজগুলো নিজে না করো তাহলে অন্যান্য কাজ করার ক্ষেত্রে তোমার দক্ষতা বাড়বে না। কাজে অদক্ষ হলে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন : কাজে ভুল হয়, একই কাজ কয়েকবার করা লাগে, কাজে সময় অনেক বেশি লাগে ইত্যাদি।

অসুস্থতা : তোমরা জানো, ব্যায়াম না করলে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে না এবং বিষণ্নতা, অবসাদসহ বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় ভুগতে হয়। কাজ করলে শরীরের ব্যায়াম হয়। সুতরাং তোমার নিজের কাজ যদি তুমি না করো, তাহলে তোমার শরীরের ব্যায়ামও হবে না এবং তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আত্মবিশ্বাস কমে যাবে : তুমি যদি তোমার কাজগুলো নিজে না করো, তাহলে তুমি আত্মবিশ্বাসী হতে পারবে না। আত্মবিশ্বাসের অভাবে তোমার মনে হবে তুমি কোনো কাজই করতে পারো না। ফলে তুমি যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্দীপনা পাবে না এবং কাজ করার সাহস পাবে না। এজন্য নিজের কাজ নিজেরই করা উচিত।

অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা : নিজের কাজ নিজে না করলে অন্যের আশায় বসে থাকতে হয়। কোনো কাজে অন্যের ওপর নির্ভর করলে স্বাধীনতা নষ্ট হয় এবং কাজটির ভালো মন্দের জন্য তার মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়।

আর্থিক ক্ষতি : অনেক ক্ষেত্রে নিজের কাজ নিজে না করলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তার জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া লাগে। যার ফলে তুমি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হতে পারবে না। দেখা গেল, অন্য সময় তুমি অর্থের অভাবে অন্য একটি প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারছ না।

পাঠ ৩৫ : নিজের কাজ নিজেই করব

ছকে নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা এবং নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধাগুলি লিখি-

চিত্র: নিজের স্কুল ব্যাগ নিজে গোছাই

চিত্র: নিজের কাপড় নিজে পরিষ্কার করি

ক্রম	নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা	নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধা
১	আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ে	আত্মবিশ্বাস কমে যায়
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

তোমরা সবাই মনোযোগসহ নিচের ছোট্ট গল্পটি পড়ো-

প্রায় পাঁচশত বছর আগের কথা। একদিন অন্য রাজ্যের এক দূত বিশেষ কাজে বাদশাহর সাথে দেখা করার জন্য এক রাজ-দরবারে এলেন। রাজ-দরবারে বাদশাহকে দেখতে না পেয়ে তিনি বাদশার এক সভাসদকে বাদশাহর কথা জিজ্ঞেস করলেন। সভাসদ জানালেন, বাদশাহ একটু পরে রাজ্য পরিদর্শনে যাবেন, তাই তিনি তাঁর কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন। রাজদূত ভাবলেন, সভাসদ হয়তো তাঁর সাথে রসিকতা করছেন। বাদশাহ কেন কাজ করবেন। এও আবার হয় নাকি? তাঁর অনেক চাকর-বাকর সেবক থাকতে তিনি কেন কাজ করতে যাবেন। তিনি আর কিছু না বলে বাদশাহর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু দূতের হাতে সময় কম ছিল। তাই তিনি বাদশাহর সাক্ষাৎ লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পরে দরবারের এক প্রহরী তাকে বাদশাহর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। বাদশাহর খাস কামরায় গিয়ে রাজদূত যা দেখলেন তাতে তিনি তাঁর নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তিনি দেখলেন বাদশাহ নিজেই তাঁর জামা সেলাই করছেন। রাজদূতের চোখে অপার বিস্ময়। তিনি বাদশাহকে অভিবাদন জানালেন। কুশলাদি বিনিময় শেষে বাদশাহ তাঁর নিজের কাজের পাশাপাশি রাজদূতের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে নিলেন। রাজদূত অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন, বাদশাহ তাঁর জামা সেলাই করে জুতা সেলাই করলেন ও পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি পরিপাটি হয়ে আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে রাজ্য পরিদর্শনের জন্য বের হয়ে গেলেন।

বাদশাহর সাথে কাজ শেষে রাজদূত প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। রাজদূতের চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটছিলই না। তিনি বুঝতেই পারলেন না বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি প্রবল ক্ষমতাধর বাদশাহ কেন এই কাজগুলো নিজে করছেন। তোমরা কি জানো তিনি কে ছিলেন? কী তাঁর পরিচয়?

তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেব। একজন মহৎপ্রাণ শাসক। তোমরা হয়ত তাঁর নাম শুনে থাকবে। তিনি ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি। উদার মানসিকতা, প্রজার প্রতি অনুরাগ ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রজারা সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করত। রাজপরিবারের অনেক চাকর-বাকর সেবক থাকা সত্ত্বেও তিনি সব সময় নিজের কাজ নিজেই করতেন।

হযরত ওমর রাষ্ট্রীয় কাজে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণে যাবার সময় কিছুটা পথ তিনি উটের পিঠে চড়েছেন এবং তাঁর সহযাত্রী চাকর উটের রশি ধরে হেঁটে গিয়েছেন। কিছু সময় পরে তিনি নিজে রশি ধরে হাঁটলেন এবং চাকর উটের পিঠে বসল। পর্যায়ক্রমে একবার তিনি ও একবার চাকর এই ভাবে তারা গন্তব্যে পৌঁছালেন। এটি দেখে সকলে খুব অবাক হলো। ওমর বিশ্বাস করতেন যে, পরিশ্রমের কাজ এককভাবে তাঁর চাকরের উপর চাপিয়ে দিলে তা হতো তার প্রতি অত্যাচার। তাই তিনি কাজ ভাগাভাগি করে নিজে অর্ধেক করলেন চাকরকে অর্ধেক করতে দিলেন। এইভাবে কাজ করলে চাকর ও মুনিবের মাঝে একটি আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এককভাবে কারো উপর কাজের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয় না।

পাঠ ৩৬ : কাজে সফল হব

সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ওপর নির্ভর করে কাজের সফলতা। নিয়ম মেনে মনোযোগসহ কোনো কাজ করলে সে কাজে সফলতা আসবেই। যদি তুমি তোমার কাজের ক্ষেত্রে কিছু উপায় অনুসরণ কর তাহলে তুমি সহজেই সফল হতে পারবে।

আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহের সাথে কাজ করা : যে কাজটি তুমি করতে চাও সেকাজে আগ্রহ ও মনে সাহস রাখতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে কাজটি আমি করতে পারব। তাহলে দেখবে কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সময়ের কাজ সময়ে করা : যে কাজ যখন করার কথা, তখনি করে ফেল। আজকের কাজ পরে করব- এমন চিন্তা করে কাজ ফেলে রাখা যাবে না। তাতে কাজ জমে যাবে ও কাজের চাপ বেড়ে যাবে। পরে সব কাজ একসাথে করতে চাইলে কাজে ভুল হবে, কাজ শেষ হবে না এবং এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

সঠিক উপায়ে কাজ করা : কাজটি যেভাবে করলে সহজ হবে এবং ভালো ফল আসবে সেভাবে করবে। কীভাবে কাজটি করবে তা আগেই ঠিক করে নাও। অনেক সময় অনেক সহজ কাজ ভুল উপায়ে করার কারণে কাজটি শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ে ও কাজে ব্যর্থ হতে হয়। যেমন - মিতু তার নিজের কাপড় নিজে পরিষ্কার করার জন্য এক বালতি পানিতে এক চামচ গুড়া সাবান মিশিয়ে কাপড়গুলো ভিজিয়ে দিল। ভেজানোর পরেই সেগুলো ধুয়ে সে দেখতে পেলো কাপড়ের ময়লা রয়েই গেছে। মা এই কাপড় দেখে মিতুকে কাপড় ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন কাপড়ের পরিমাণ অনুসারে কতটুকু পানিতে কী পরিমাণ গুড়া সাবান মিশাতে হবে, ভিজিয়ে কতক্ষণ রাখতে হবে ইত্যাদি।

ধাপে ধাপে কাজ করা : যেকোনো ধরনের কাজ সহজে করার উপায় হচ্ছে কাজটিকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে নেয়া। পরে ধাপে ধাপে কাজগুলো শেষ করা। এতে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কম এবং কাজটি দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে। যেমন - বাবা রবির জন্য একটি বুক সেলফ কিনে আনলেন। রবির বইগুলো মেঝেতে স্তূপাকারে ছিল। সবগুলো বই রবি একবারে সেলফের কাছে নিতে পারছে না। তখন বাবা বললেন, তুমি বইগুলো ভাগে ভাগে সেলফের কাছে নিয়ে যাও এবং সাজাও। বাবার কথামতো কাজ করে রবি দেখতে পেল কাজটি খুব দ্রুত ও সুন্দরভাবে শেষ হলো।

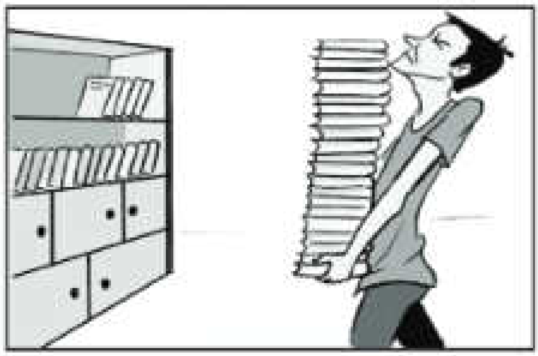

অন্যকে দিয়ে না করানো : যে কাজটি তুমি করতে পারো সে কাজ অন্যকে দিয়ে করাবে না। অন্যে কাজ করলে সে কাজ তোমার পছন্দ নাও হতে পারে এবং কাজটি দুই-তিনবার করা লাগতে পারে। তাছাড়া অন্য কেউ তোমার জামা-কাপড় ধুলে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

নতুন ও জটিল কাজের ক্ষেত্রে বড় ও অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া : নতুন ও জটিল কাজের ক্ষেত্রে ওই কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিলে সহজেই কাজে সফলতা লাভ করা যায়। কারণ যারা আমাদের থেকে বয়সে বড়ো এবং কাজে অভিজ্ঞ তারা জানেন কাজ করার সঠিক ও সহজ উপায় কোনটি।

এজন্য তোমরা পরিবারে বা আশেপাশে বড়ো যারা আছেন, তাদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারো। কাজের মাঝে মাঝে তারা জানিয়ে দিবেন তুমি কাজটি ঠিকমত করছ কি-না। যেমন : তুমি যদি প্রথম নিজে চা বানাতে যাও এখন কীভাবে চুলা জ্বালাতে হয়, ফুটন্ত পানি কেটলি থেকে কীভাবে ঢালতে হয়, কতটুকু চাপাতা, চিনি, দুধ মিশ্রিত করতে হয় তা যদি তুমি তোমার মা বা বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে জেনে নাও তবে তোমার তৈরি চা সুস্বাদু হবে এবং দুর্ঘটনা থেকেও তুমি রক্ষা পাবে।

কাজ করার সময় লজ্জা ও হীনম্মন্যতায় না ভোগা : যে কাজই করো না কেন তাতে লজ্জা করা যাবে না এবং কাজটি আমি করতে পারব কি পারব না অথবা করব কি করব না- এরকম দোটানায় থাকা যাবে না। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখবে, কাজে কোনো লজ্জা নেই, আছে সম্মান ও গৌরব।

দলগতভাবে কাজ করা : কিছু কাজ আছে যা এককভাবে না করে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দলগতভাবে করলে কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

চেষ্টা করা এবং হতাশ না হওয়া : একবারে কোনো কাজ শেষ না করতে পারলে সে কাজটি আবার করার চেষ্টা কর। আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি এমন মনে করা যাবে না। কোনো ধরনের হতাশা বা সংশয়কে মনে স্থান দেয়া যাবে না। এতে মনের জোর কমে যায়, কাজে সফল হওয়া যায় না।

দলগত কাজ : নিজের যে কোনো একটি কাজের কথা ভাবো। এই পাঠ থেকে তুমি যা শিখেছো তার পরিপ্রেক্ষিতে-

তুমি তোমার ওই কাজে কীভাবে সফল হতে পারবে তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করো। প্রয়োজনে শিক্ষকের / বন্ধুর সহায়তা নাও

পাঠ ৩৭ ও ৩৮ : প্রাত্যহিক জীবনে পারিবারিক কাজ

মানুষ পরিবারে বাস করে। কেউ কেউ মা-বাবা, ভাই-বোনসহ একত্রে বাস করে আবার কেউ কেউ মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচির সাথে একত্রে বসবাস করে।

তোমরা জানো, পরিবারে একত্রে বসবাস করতে গেলে নানা ধরনের কাজ করার দরকার হয়। তোমরা দেখবে পরিবারের বড়রা প্রত্যেকে কোনো না কোনো কাজ করছে। যে কাজগুলো পরিবারের সদস্যদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোকে পারিবারিক কাজ বলে। যেমন : আমরা বলতে পারি বাজার করা, রান্না করা, খাবার টেবিল গোছানো, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা, গবাদি পশু-পাখি পালন করা, বাসার বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন পারিবারিক কাজের মাঝে কোনগুলো তুমি নিজে করতে পারবে আর কোন কোন কাজে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে তা নিচের ছকে উল্লেখ কর।

ক্রম নং	দৈনন্দিন পারিবারিক কাজ	যে কাজগুলো তুমি নিজে করতে পারবে	যে কাজগুলো পরিবারের অন্যকে সাহায্য করতে পারবে
১.	খাবার টেবিল গোছানো		
২.	বাজার করা		
৩.	তোমার শোবার ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা		
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

আমরা দেখি সাধারণত মা-বাবা বা পরিবারের বড়োরাই পারিবারের কাজগুলো করে থাকেন। তবে বয়স, কাজের ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের অনেকেই কোনো না কোনো কাজ করে থাকেন। বেশিরভাগ সময় পরিবারের সদস্যরা কাজ করলেও পরিবারের কাজের তুলনায় সদস্যসংখ্যা কম হলে বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ততা থাকলে কাজগুলো সম্পাদনের জন্য মাঝে মাঝে অন্য লোকের সাহায্য নেয়া হয়।

পারিবারিক কাজে আমার ভূমিকা

পারিবারিক কাজে তুমি তোমার বাবা-মা বা বড়োদের সহযোগিতা করলে কত কী সুবিধা হয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। পরিবারে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো তোমার পক্ষে করা সম্ভব বা সহজ সেরকম কাজে তুমি বড়োদের সাহায্য করতে পারো। যেমন : মাকে রান্নায় ও ঘরদোর গোছানোর কাজে সহযোগিতা করা, বাবার সাথে বাজার করা, মাঠে কাজ করা, গবাদি পশু পালনে সহায়তা করা, ছোটো ভাই-বোনদের খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

কাজ

তুমি গত সপ্তাহে কী কী পারিবারিক কাজ করেছ তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পরিবারের আর কোন কোন কাজে তুমি অংশগ্রহণ করতে পার নিচের ছকে তা উল্লেখ কর:

ক্রম	পারিবারিক কাজ
১	মাকে রান্নায় সহযোগিতা করা
২	বাবার সাথে বাজার করা
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	

পাঠ ৩৯-৪২ : প্রাত্যহিক জীবনের সব কাজই কি পরিবারের সদস্যরা করেন?

আমাদের জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো পরিবারের সদস্যদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। সে কাজগুলো পরিবারের বাইরে অন্য লোকেরা করে থাকেন। যেমন : আমরা বলতে পারি বাসায় রং করা, বাসার বৈদ্যুতিক পাখা-ফ্রিজ-টেলিভিশন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করা, মাঠে ফসল বোনা, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি বেশি হলে তাদের জন্য খাবার সংগ্রহ ও লালন-পালন ইত্যাদি। এসব কাজ করার জন্য আমরা পরিবারের বাইরের লোকের সহায়তা নিয়ে থাকি। নিচের ছকে প্রাত্যহিক জীবনে যেসব কাজ পরিবারের বাইরে অন্যদের সহায়তায় করা হয় তা উল্লেখ কর:

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনে যেসব কাজ পরিবারের বাইরে অন্যদের সহায়তায় করা হয়
১	গবাদি পশু বেশি হলে তাদের জন্য খাবার সংগ্রহ ও লালন-পালন
২	বাসার বৈদ্যুতিক পাখা-ফ্রিজ-টেলিভিশন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করা
৩	
৪	
৫	

পারিবারিক আয়ের উৎস

তোমাদের বাবা-মা বাজার করেন, বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনেন। বাবা-মা বাইরে থেকে প্রায়ই তোমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। তোমরা কি জানো কীভাবে তারা এগুলো আনেন? এগুলো আনতে হলে যে টাকার দরকার হয় এবং সেই টাকা আয় করতে হয় তা হয়তো তোমরা জানো।

তোমরা কি জানো, তোমাদের পরিবারে কে কে আয় করেন? কীভাবে আয় করেন? নিচের ছকে এগুলো লিখ।

ক্রম	সদস্য	
১	বাবা	কি করে আয় করেন
২	মা	
৩		
৪		
৫		

সবার পরিবারের আয়ের উৎস একরকম নয়। আয় করার জন্য কেউ অফিসে কাজ করেন, কেউ ব্যবসা করেন, কেউ মাঠে কাজ করেন কিংবা কেউ শিক্ষকতা করেন। আবার পরিবারের সবাই যে আয় করেন তাও কিন্তু নয়। পরিবারে যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, বয়সে ছোটো এবং প্রতিবন্ধী তারা আয় করতে পারেন না। অনেক মায়েরা সরাসরি চাকরি বা ব্যবসা না করে ঘরে ও বাইরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন, যাতে পরিবারের অনেক উপকার হয়। যেমন : সন্তান লালন-পালন, রান্না করা, বাজার করা, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, ফসল তোলা ও সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণসহ অন্যান্য কৃষিকাজে সহায়তা করা। মায়েদের এসব কাজের মাধ্যমেও পরিবারের অনেক উপকার হয় আবার কিছু কিছু কাজ থেকে আয়ও হয়।

দলগত কাজ

তোমরা কয়েকজন মিলে একটি পরিবার গঠন কর, যেখানে একজন মা হবে, একজন বাবা হবে, একজন ভাই/বোন এবং একজন চাচা হবে। এবার প্রত্যেক পরিবারে কে কী কাজ করে আয় করেন তার একটি তালিকা তৈরি কর। প্রত্যেক পরিবারের একজন দাঁড়িয়ে নিজেদের তৈরি করা কাজের তালিকাটি সবার সামনে পড়ে শোনাও।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

তুমিও তোমার পরিবারের আয়ে ভূমিকা রাখতে পারো। লেখাপড়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে তুমি তোমার পরিবারের বড়োদেরকে তাদের হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, বাড়ির আঙিনায় সবজি উৎপাদন, মাঠে চাষাবাদ ও ব্যবসায় সহযোগিতা করতে পার। এসবের মাধ্যমে পরিবারের যে আয় হবে তাতে তোমারও অবদান থাকবে।

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজ

তোমরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের কায়িক কাজ করে থাক। বিদ্যালয়েও অনেকে বিভিন্ন ধরনের কায়িক কাজ করে থাকেন। যেমন : পিয়ন, দারোয়ান, মালি, ঝাড়ুদার, দপ্তরি ইত্যাদি। তোমরা কি কখনো মনোযোগের সাথে লক্ষ করেছ তারা কী কী কাজ করেন? মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে বুঝতে পারবে বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাদের এসব কায়িক শ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কায়িক শ্রমে কারা যুক্ত তা উল্লেখ করে তারা কী কী কায়িক শ্রম করেন নিচের ছকে তা উল্লেখ কর:

ক্রম	কারা কায়িক কাজ করেন	কী কী কায়িক কাজ করেন
১	দপ্তরি	নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘণ্টা বাজান (বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলে, ক্লাস শুরু ও শেষ হলে, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সমাপ্ত হলে)
২	ঝাড়ুদার	বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, মাঠ ও অন্যান্য স্থান ঝাড়ু দেন
৩		
৪		

বিদ্যালয়ে কিছু কায়িক কাজ আছে, যেগুলোতে তোমরাও অংশগ্রহণ করতে পার। যেমন : শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করা, বিদ্যালয়ে বাগান করা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে এসব কায়িক কাজে তোমরা অংশগ্রহণ করলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো হবে। ভালো পরিবেশে আমাদের শরীর ও মন ভালো থাকবে এবং লেখাপড়ার মানও ভালো হবে।

কাজ

বিদ্যালয়ে কী কী কায়িক কাজে তোমরা অংশগ্রহণ করতে পার তার একটি তালিকা তৈরি করো।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কীভাবে পরিবারের আয়ে ভূমিকা রাখা যায়?

ক. কৃষিকাজে সাহায্য করে
খ. মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে
গ. পারিবারিক গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করে
ঘ. ভাইবোনদের যত্ন নিয়ে

২. অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা বলতে বুঝায়–

ক. নিজে কাজ করতে না পারা
খ. কাজে আগ্রহ না থাকা
গ. কাজে অন্যের পরামর্শ নেওয়া
ঘ. অন্যের পছন্দে কাজ করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিতা ভাই-বোনদের মধ্যে বড়ো। তার মার অসুস্থতার কারণে তাকে কিছু কিছু কাজ করতে হয়। ছোটো ভাই-বোনদের গোসল করানো, তাদের পড়াশুনা দেখা, স্কুলের টিফিন ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। সে খুশি মনেই কাজগুলো করে। এ কারণে বাড়ির সবাই তাকে খুব আদর করে।

৩. অনুচ্ছেদে প্রাত্যাহিক জীবনের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

ক. ব্যক্তিগত কাজ
খ. অন্যের কাজ
গ. পারিবারিক কাজ
ঘ. সামাজিক কাজ

৪. মিতার এ ধরনের কাজের মাধ্যমে–

i. বন্ধন সুদৃঢ় হয়
ii. কাজের চাপ কমে
iii. আয় বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তন্বী খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। সে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করে। সময়মত ক্লাসের কাজ জমা দেয়। পড়া শেষে প্রতিদিন সে নিজে তার টেবিল গুছিয়ে রাখে। তার পড়ার টেবিল দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। পরীক্ষায়ও সে সব সময় ভালো ফলাফল করে। তার ছোটো ভাই অয়ন খুবই অলস। তার টেবিল গোছানো, স্কুল ব্যাগ গোছানো সবই তন্বীকে করে দিতে হয়। অয়ন নিজের খাবারটাও নিজে খেতে চায় না, মাকে খাইয়ে দিতে হয়।

ক. কাজের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে?
খ. প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা কর।
গ. তন্বীর সফলতার ক্ষেত্রে সে কোন উপায়টি অনুসরণ করেছিল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অয়নের মতো মানুষ কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষায় সাফল্য

আমরা সবাই লেখাপড়া করছি, প্রতিদিন কত কিছুই না শিখছি। আমাদের এই শিক্ষাজীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? এ সময়ে আমরা যদি আমাদের কাজগুলো ঠিকঠিকভাবে করার চেষ্টা করি, তবে আমরা হতে পারব সফল শিক্ষার্থী। বড়ো হয়ে আমি একটি সুন্দর জীবন আশা করতে পারি।

এই অধ্যায়ে আমরা মূলত পড়ালেখায় সফল হবার বা ভালো করার উপায় সম্পর্কে জানব। আর সবাই সবার সাধ্যমত চেষ্টা করব সফল শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলির তালিকা করতে পারব।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণ অর্জনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিক্ষাপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিষয়ক নাটিকায় অংশগ্রহণ করতে পারব।

পাঠ ৪৩-৪৫ : শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

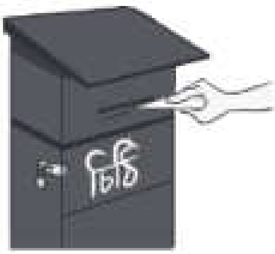

তোমাদের বয়সী রাশেদ চিঠি লিখেছে তার বন্ধু জুবায়েরকে।

এসো দেখি সে চিঠিতে কী লিখেছে।

প্রিয় জুবায়ের
কেমন আছিস বন্ধু? খালাম্মা ও খালুজানকে আমার সালাম দিস। তুই জেনে নিশ্চয়ই খুশি হবি যে আমি এবার বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছি। আগের তুলনায় এত ভালো ফলাফল কী করে করলাম তাই ভাবছিস? পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা কিন্তু মোটেই কঠিন কিছু না। তবে হ্যাঁ, আমি আমার কিছু অভ্যাস বদলে নিয়েছি। এবারে আমি একটি ক্লাসেও অনুপস্থিত ছিলাম না। ক্লাসে যে শুধু নিয়মিত ছিলাম তাই নয়, মনোযোগীও ছিলাম। ক্লাসে শিক্ষকের কথা আমি মন দিয়ে শুনতাম। শ্রেণির কাজ মনোযোগ দিয়ে করতাম। প্রতিদিনের পড়া বাসায় গিয়েই পড়ে ফেলতাম, শেষ করতাম বাড়ির কাজ। আর হ্যাঁ, কোনো বিষয় না বুঝলে এখন আর আমি চুপ করে বসে থাকি না, শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করি। শিক্ষকগণও তাতে অনেক খুশি হন। ক্লাসে শিক্ষক কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমার মতো করেই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি। আমি এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। আর ক্লাসের শেষে অথবা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের সাথে আমি অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাঠ্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করি। কোনো পড়া না বুঝলে এখন কিন্তু আমি হুট করেই হাল ছেড়ে দিই না। ধৈর্য নিয়ে, সময় নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করি। যেসব বিষয়বস্তু আমার কাছে জটিল মনে হয় তা আমি বারবার অনুশীলন করি। এখন আমি আর শুধু অন্যের লেখা নোট আর গাইড বই না পড়ে নিজেই নোট তৈরি করি।

আরেকটা কথাতো বলাই হলো না। এবারের বিজ্ঞান মেলায় আমি আর আমার ক্লাসের কয়েকজন মিলে একটি প্রজেক্ট তৈরি করছি। একেবারে নতুন এই প্রজেক্টটি সবাইকে চমকে দেবে আশা করছি। তাই বলে ভাবিস না আমি বিকেলে হাডুডু আর ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়েছি। আগামী মাসে আমাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি পুরোদমে চলছে খেলার প্রশিক্ষণ।

ভালো থাকিস বন্ধু। দেখা হবে নিশ্চয়ই।

তোর বন্ধু রাশেদ

দলগত কাজ

উপরের চিঠিটি পড়েছ তো? এবারে ক্লাসের সবাই দলে (৩/৪ জনের) ভাগ হয়ে নিচের প্রশ্নটির উত্তর বের করার চেষ্টা কর।

প্রশ্ন-১: রাশেদের কী কী গুণের কারণে তার ভালো ফলাফল করা সম্ভব হলো?

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

দলগত কাজ

এসো শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে উপরের শ্রেণির (৭ম/৮ম/৯ম/১০ম) ১০ জন সফল শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করি। এবারে শ্রেণির সকল বন্ধু ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি সফল শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নিই। জেনে নিই– কোন কোন গুণাবলি তাকে ভালো শিক্ষার্থী হতে সাহায্য করেছে?

এ জন্য আমরা নিচের প্রশ্নমালাটি ব্যবহার করতে পারি।

১. গত এক বছরে আপনি কত দিন স্কুলে আসতে পারেননি?
২. কোনো ক্লাসে আসতে না পারলে তা কীভাবে পুষিয়ে নেন?
৩. ক্লাসে কিছু না বুঝলে আপনি কী করেন?
৪. শিক্ষক যখন ক্লাস নেন, তখন পাঠ ভালো মতো বোঝার জন্য আপনি কী করেন?
৫. আপনি সাধারণত কোন কোন সময় পড়ালেখা করেন?
৬. আপনি সাধারণত কখন বাড়ির কাজ করে থাকেন?
৭. আপনি পড়ার জন্য মূলত কোনটি/ কোনগুলি ব্যবহার করেন? (পাঠ্যবই, গাইড বই, বন্ধুর তৈরি নোট, নিজে তৈরি করা নোট ইত্যাদি)
৮. পড়ার জন্য আপনাকে বাসায় বা বাসার বাইরে কেউ সাহায্য করে কি? করে থাকলে কে কে করেন এবং কীভাবে?
৯. কোনো পড়া খুব কঠিন লাগলে বা একবারে না বুঝলে আপনি কী করেন?
১০. আপনি কীভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন?

চলো প্রতিটি দল সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সফল শিক্ষার্থীর গুণাবলি তালিকাবদ্ধ করি এবং পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করি। এবারে সবাই মিলে তালিকাগুলো থেকে একটি মূল তালিকা প্রস্তুত করি, যেখানে সকল দলের গুণাবলি থাকবে। কিন্তু একই গুণাবলি দুইবার উল্লেখ থাকবে না। আগের ক্লাসে লেখা রাশেদের কিছু গুণাবলি এখানে বাদ পড়লে তাও যোগ করে নাও তোমাদের চূড়ান্ত তালিকায়। চলো এবার এটি শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দিই। দেখতো তাতে নিচে দেয়া গুণাবলি আছে কি না?

*এ জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৪৬-৫৩ : শিক্ষায় সাফল্য লাভের উপায়

আগের ক্লাসে আমরা সবাই মিলে সফল শিক্ষার্থীর গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করেছি। কিন্তু এই গুণগুলো কীভাবে অর্জন করা যায়? চলো এবারে আমরা চেষ্টা করি সফল শিক্ষার্থীর গুণাবলি অর্জনের পন্থাগুলো সম্পর্কে জানতে।

এসো নিচের ছবিগুলো দেখি আর কী ঘটছে তা একজন ক্লাসের সবাইকে বুঝিয়ে বলি।

চিত্র: প্রতিকূল পরিস্থিতিও থামাতে পারেনি ওদের

এসো চিন্তা করি : উপরের ছবিগুলোতে ওরা কোথায় যাচ্ছে? কীভাবে যাচ্ছে? ওরা কি ভালো শিক্ষার্থী হতে পারবে? কেন তোমার এ রকম মনে হচ্ছে তা বন্ধুদের বুঝিয়ে বল।

এসো দেখি আমরা কী শিখলাম ... ...

এসো স্কুলে যাই প্রতিদিন
ভবিষ্যৎ হবে বাধাহীন

যদি তোমরা ভালো শিক্ষার্থী হতে চাও, তবে অবশ্যই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া এবং প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকাটা জরুরি। অনেক সময়ই শিক্ষার্থীরা মনে করে বাসায় বসে পড়েও ভালো শিক্ষার্থী হওয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই যারা পরীক্ষায় ভালো করে, তারা নিয়মিত স্কুলে আসে এবং ক্লাস করে। স্কুলে না এলে শিক্ষকের পড়ানো, শ্রেণির কাজ, নোট নেওয়া, ইত্যাদি কাজ থেকে তুমি পিছিয়ে পড়বে। আর স্কুলে শুধু আমরা পড়ালেখাই শিখি না, আরো অনেক কিছু শিখি। যেমন : সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে চলা ও তাদের সাথে পাঠ নিয়ে আলোচনা করা, শিক্ষকসহ সবার সাথে সুন্দর আচরণ করা, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করা, তারা কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা এ রকম আরও কত কী!

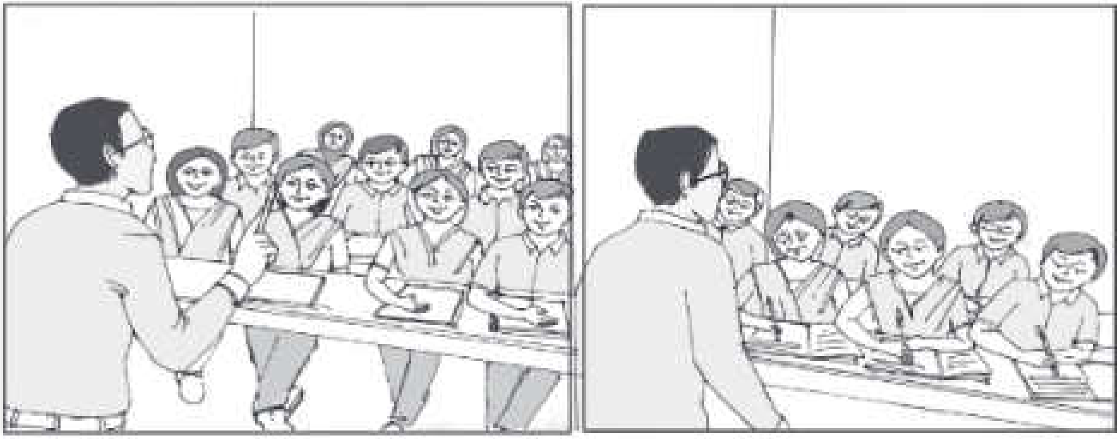

শিক্ষক যা বলেন ক্লাসে মন দিয়ে শুনি

চট করে লিখে নিই যা কিছু জরুরি।

এসো চিন্তা করি : উপরের ছবি দুটি লক্ষ কর। সফল শিক্ষার্থী হবার সাথে সালাম ও শিউলির কাজগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে কি? থাকলে, কীভাবে তা সালামকে সফল শিক্ষার্থী হতে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করি।

এসো দেখি আলোচনা শেষে আমরা কী শিখলাম ... ...

ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হলেই কিন্তু যথেষ্ট নয়। প্রতিটি ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। শিক্ষক যা বোঝানোর চেষ্টা করেন তা একটু মন দিলেই আসলে বোঝা যায়। ক্লাসে পড়া বুঝতে পারলে বাসায় গিয়ে পড়ার জন্য পরিশ্রমও কমে যায়। শিক্ষক যখন শ্রেণির কাজ দেন, তখন তা মন দিয়ে করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আর বাড়ির কাজ কী করতে হবে তা ঠিকভাবে নোট বুকে তুলে না নিলে বাসায় আসতে আসতে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময়ই তোমরা মনে কর যে লেখার দরকার নেই, হয়ত মনে থাকবে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে এত কিছু মনে রাখা বা ধারণ করা আসলে সম্ভব নয়। তাই সবসময় নিজেকে সাহায্য করার জন্য একটি ডায়রি বা নোটবুক রাখবে। প্রয়োজনীয় সবকিছু তাতে লিখে রাখবে। লেখার জন্য শোনায় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। এ জন্য অবশ্যই তোমাকে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শুনতে হবে। শ্রেণিকক্ষে কী কী ঘটছে, সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ ধরে রাখা সবসময় সহজ নাও হতে পারে। চেষ্টা করতে হবে শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা না করার। অন্য কিছু মাথায় আসলেও তা সেই মুহূর্তে মাথা থেকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

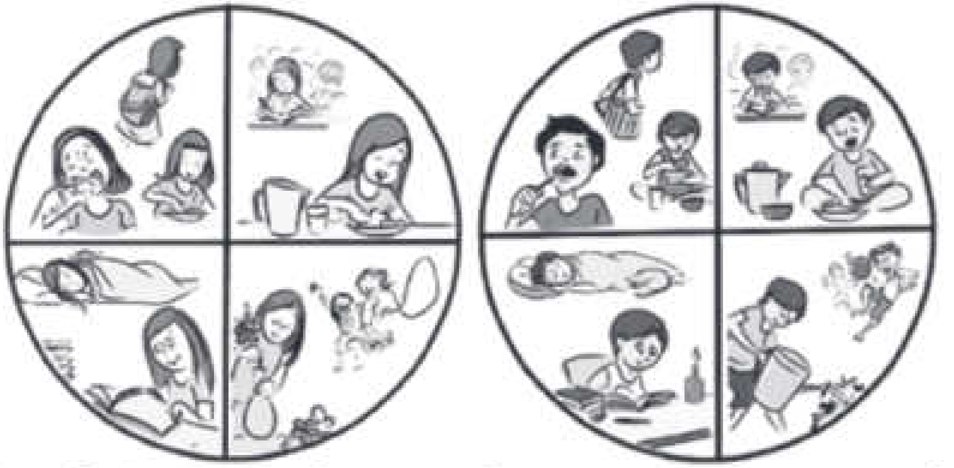

এসো চিন্তা করি : উপরের ছবিতে অণিমা ও রাসেল কী করছে? সফল শিক্ষার্থী হবার কোন গুণটি তাদের আছে, তা নিয়ে আলোচনা করি ।

সময়মত পড়ালেখা, সময়মত খেলা
এমনি করেই নিয়মমত কাটে আমার বেলা ।

এসো দেখি নিয়মমাফিক সময়মত কোনো কাজ করার সুবিধা। আরও দেখি সময়মত কোনো কাজ না করলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

সময়মত কাজ করার সুবিধা	সময়মত কাজ না করার অসুবিধা
১ । প্রতিদিনের পড়াটা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করলে পরীক্ষার আগে চাপ পড়ে না ।	১ । অনেক সময় আমরা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করি না । তখন পরীক্ষার আগে অনেক পড়া জমে যায় । এত পড়া একসাথে পড়ার চেষ্টা করলেও আসলে তা সম্ভব নয় । ফলে পরীক্ষার আগে আমাদের অনেক কষ্ট হয়, ফলাফলও ভালো হয় না ।
২ । একসাথে অনেক পড়া পড়তে হয় না বলে পড়ার মাঝে আনন্দ পাওয়া যায় ।	২ । একসাথে অনেক পড়া পড়তে হয় বলে মনের মধ্যে পড়ার ভয় জমে যায় ।
৩ । খেলার জন্য, শখের কাজটি করার জন্য, আত্মীয়দের বাড়িতে যাবার জন্য, ছোটো ভাই-বোনকে পড়ানোর জন্য...... এরকম অনেক কাজের জন্যও যথেষ্ট সময় থাকে ।	৩ । কোনো আনন্দের মুহূর্তও উপভোগ করতে পারি না । হয়ত কোনো একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছি, কিন্তু মোটেই মজা করতে পারছি না । কারণ শুধুই মনে হচ্ছে, সামনে পরীক্ষা, পড়া হয়নি ।
৪ । প্রতিটি কাজের জন্য সময় থাকে বলে কাজগুলো ঠিকমত করা যায় ।	৪ । প্রতিটি কাজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকে না বলে কাজগুলো ঠিকমতো করা যায় না। তাড়াহুড়ায় কাজগুলো ভালোভাবে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ।
৫ । এতে করে ঠিক সময়ে ঘুম, খাওয়া, পড়া, খেলা করা সম্ভব । তাই শরীর-স্বাস্থ্যও ভালো থাকে ।	৫ । অনিয়মের কারণে স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে ।

২০২৫

সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রতিদিন কখন কী কাজ করব তার একটি সাপ্তাহিক রুটিন তৈরি করা যায়। রুটিনমাফিক সব কাজ করার মাঝেও অনেক আনন্দ পাওয়া যায়।

এসো চিন্তা করি : ছবিতে শিক্ষার্থীরা কী করছে? তোমরাও কি ক্লাসে এরকম কাজ কর? এরকম আর কী কী কাজ তোমরা করো?

শিক্ষার্থী হিসেবে সক্রিয় থাকি
সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকি।

এবারে এসো একটি গল্প শুনি.. .. ..

সক্রিয় সুমি

সুমি এবার পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে। ক্লাসের সবাই তাকে 'সক্রিয় সুমি' নামে ডাকে। সে শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, স্কুলের দপ্তরি, মালি এবং অন্য সকলের সাথে মিলেমিশে চলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন পড়ান, তখন কিছু না বুঝলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ করে না। করবেই বা কেন? তা না হলে বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে যে! এমনকি, হয়তবা একটি বিষয় ঠিকমতো না বোঝার কারণে পরবর্তী বিষয়ও বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। আবার শিক্ষক যখন ক্লাসে কোনো প্রশ্ন করেন অথবা কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে চান, তখন সুমি যা জানে তাই নিঃসঙ্কোচে বলার মতো মনোবল রাখে। কখনো কখনো তার ভুল হয়। তখন শিক্ষক বা কোনো সহপাঠী তাকে শুধরে দেয়। এতে সে কখনো লজ্জা পায় না, বরং খুশিই হয়। সে মনে করে, শ্রেণিকক্ষে সবার মতামতই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সহপাঠীরা কোনো কিছু বললে তাও সে মনোযোগ দিয়ে শোনে ও আলোচনায় অংশ নেয়। সে মনে করে, শ্রেণিকক্ষে তর্ক-বিতর্ক হতেই পারে, এ নিয়ে রাগ করা উচিত নয়। সে বরং যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজের কথাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সে থাকে সবসময় সক্রিয়।

দলগত কাজ

এসো আলোচনা করে নিচের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি :
সুমিকে তার সহপাঠী বন্ধুরা কেন সক্রিয় সুমি বলে ডাকে তা ব্যাখ্যা কর।

এসো চিন্তা করি : যদি তুমি সফল শিক্ষার্থী হতে চাও, উপরের কাজটি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করবে?

একবারে পড়া যদি না বুঝি ভাই
ধৈর্য ধরে বারবার চেষ্টা করে যাই।

কাজ : এবারে চল একটি ধাঁধার সমাধান করি :

ধাঁধা : এক লোক একটি বাঘ, একটি ছাগল, এক ঝুড়ি পান নিয়ে নৌকায় করে নদী পার হবে। কিন্তু শর্ত আছে।

১. নৌকায় মাঝি নেই, তাকেই নৌকা চালাতে হবে।

২. তার সাথে একবারে যেকোনো একটি জিনিস নিতে পারবে।

৩. ছাগল আর পানের ঝুড়ি একসাথে থাকা যাবে না। কারণ ছাগলটি পান খেয়ে ফেলবে। ছাগল আর বাঘ একসাথে থাকা যাবে না। কারণ বাঘ ছাগলটি খেয়ে ফেলবে।

- বলোতো বাঘ, ছাগল এবং পানের ঝুড়িকে সে কীভাবে নদীর অন্য পারে নেবে?

কী, করতে পেরেছ ধাঁধার সমাধান? হয়তো কেউ কেউ পেরেছ। যারা এখনো ধাঁধার সমাধান বের করতে পারনি, তারা বন্ধুদের সাহায্য নিতে পার। যারা পেরেছ তারা কি একবারেই পেরেছ? নিশ্চয়ই না। বেশিরভাগেরই এ জন্য কয়েকবার করে চেষ্টা করতে হয়েছে। কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে চেষ্টা করাকে আমরা বলি অধ্যবসায়। এটিও সফল শিক্ষার্থী হবার একটি বড়ো গুণ।

ঠিক ধাঁধার সমাধানের মতোই অনেক সময় পড়া বুঝতে, শ্রেণির কাজ বা বাড়ির কাজ করতে একবারের চেষ্টায় সফল হওয়া যায় না। তখন অনেক সময় আমাদের রাগ হয়, মন খারাপ হয়। তবে মনে রাখতে হবে, চেষ্টা করলে প্রায় সব কাজেই কিছুটা হলেও সফল হওয়া যায়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো-চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও লজ্জার কিছু নেই। বরং চেষ্টা করাটাই সম্মানজনক, চেষ্টা না করাটাই বোকামি। আবার কিছু কিছু কাজ আছে যা বারবার করলে দক্ষতা জন্মায়। ফলে কাজটি কম সময়ে নিখুঁতভাবে করা যায়। যেমন : প্রথমবার রুটি তৈরি করতে গেলে সময় অনেক বেশি লাগে এবং রুটির আকৃতি ও সুষম হয় না। কিন্তু বরাবার চেষ্টা করতে থাকলে একসময় রুটিটি সুন্দর গোলাকার ও পাতলা হয় এবং সময়ও কম লাগে বলতে পার আর কী কী কাজ আছে যেগুলো বারবার করার ফলে আমরা কাজটি করায় পটু হয়ে উঠি?

উপরের অনুচ্ছেদে আমরা ধৈর্য এবং অধ্যবসায় সম্পর্কে কিছু বিষয় বা ধারণা জানলাম। সেগুলো হলো:-

ধৈর্য সফলতা জ্ঞান ও দক্ষতা নিখুঁত ভুল কম হওয়া
অধ্যবসায় আত্মবিশ্বাস সময় কম লাগা
বারবার চেষ্টা

এগুলো আবার একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন : ধৈর্য ধরে বারবার চেষ্টা করলে তাকে আমরা বলছি অধ্যবসায়। আর অধ্যবসায়ের কারণে আমরা কোনো কাজে সফল হতে পারি এবং জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারি। সফলতা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। আবার আত্মবিশ্বাস আমাদেরকে করে তোলে আরও সফল। দক্ষতা জন্মালে আমরা কাজকে নিখুঁতভাবে করতে পারি, আমাদের সময় কম লাগে, ভুলও হয় কম।

এই বিষয়গুলোকে এদের সম্পর্ক অনুযায়ী নিচের মতো করে সাজানো যায়। একে বলে ধারণা মানচিত্র

এসো চিন্তা করি : ছবিতে রিমি আর সুমনা কী করছে? বলতে পার সবাই ওদের কেন সৃজনশীল বলে? তোমরাও কি ওদের মতো হতে চাও?

নতুন কিছু করব আমি, নতুন কিছু গড়ব
এমনিভাবেই জীবন আমি সফলতায় ভরব।

একক কাজ

সৃষ্টিশীলতা, সফল শিক্ষার্থীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এটি সম্পর্কে আগের অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ। এবারে চলো আগের পৃষ্ঠায় যেমন ধৈর্য সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে একটি ধারণা চিত্র আছে, তেমনি সৃজনশীলতা সংক্রান্ত একটি ধারণা মানচিত্র তৈরি করি। এ জন্য .. ..

- প্রথমে সৃজনশীলতা সংক্রান্ত ধারণাগুলো লিপিবদ্ধ করে নিই।
- এরপর ধারণাগুলোকে সাজিয়ে একটি ধারণা মানচিত্র তৈরি করি।
- প্রত্যেকে কাজ শেষে ধারণা মানচিত্রটি পাশের বন্ধুটিকে দেখাই আর আলোচনা করি। তার তৈরি করা মানচিত্রটিও দেখি।

এসো চিন্তা করি : দিলারা আর মইনুল দুই ভাই-বোন। তারা কী করছে? কেনই বা করছে?

শুধুই মুখস্থ করি না আমি, বুঝে বুঝে পড়ি
সহজেই এ জ্ঞান তাই জীবনে প্রয়োগ করি।

দিলারা আর মইনুলের গল্প

দিলারা বিকেলে বাসায় ফিরে দেখল যে ছোট ভাই মইনুল বই থেকে একই লাইন বারবার পড়ছে- 'মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সাহসী... মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সাহসী...'।

দিলারা মইনুলকে জিজ্ঞাসা করল : কী করছিস? তখন থেকেই শুনছি একই লাইন পড়ে যাচ্ছিস? ঘটনাটা কী?

মইনুল : পড়া মুখস্থ করছি আপু। কিন্তু মনে থাকছে না। কাল পরীক্ষা।

দিলারা : আরে বোকা। না বুঝে মুখস্থ করলে ভুলে তো যাবিই। শুধু কি তাই? না বুঝে পড়লে পড়ার আনন্দই মাটি।

মইনুল : ধুর আপু, আমার এত বোঝার সময় নেই।

দিলারা : না বুঝার কারণে মুখস্থ করতেও তোর অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। তাইতো তখন থেকে একই পড়া পড়ছিস। বুঝে পড়লে মনে রাখার জন্য এত সময় লাগে না। সে সময়টুকু বাঁচলে আরও অন্যান্য বিষয় পড়ে ফেলতে পারতি।

মইনুল : তাহলে...

দিলারা : এতক্ষণ ধরে পড়ছিস 'মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সাহসী'। বলতো মুক্তিযোদ্ধাদের কেন সাহসী বলা হয়েছে?

মইনুল : মমম..মানে...এটাতো ভেবেই দেখিনি।

দিলারা : না বুঝে মুখস্থ করলে বোঝার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কমে যায়, সৃজনশীলতাও মরে যায়। মুখস্থ বিষয়বস্তু নিজের জীবনে কাজে লাগানো যায় না।

এ জন্য আমাদের পড়াটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। পড়া ভালোভাবে বুঝে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা বা প্রশ্নগুলো অনুশীলন করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এর ফলে বিষয়টি শুধু পাঠ্যবিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না। এমনকি জীবনের সমস্যা সমাধানে কোনো একদিন কাজেও লাগাতে পারে। আয় তোকে বুঝিয়ে বলি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী বলা হয়েছে ... ...

দলগত কাজ

দিলারা আর মইনুলের আলাপ-আলোচনাটি তো পড়া হলো। এসো দলে বসে আলোচনা করি :

- না বুঝে মুখস্থ করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই চেষ্টা করব বুঝে পড়ার। যেমন : এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলো মুখস্থ না করে ভালোভাবে বুঝলে আর এ নিয়ে চিন্তা করলে তুমি নিজের জীবনে এর প্রভাব বুঝতে পারবে। নিজের জীবনে এগুলো কাজে লাগিয়ে তুমিও সফল শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে।

চিত্র : একান্তে বসে চিন্তা করা

চিত্র : বাড়ির বড়দের সাথে নিজের পড়া বিষয়ের আলোচনা

এসো চিন্তা করি : আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলো ব্যাখ্যা কর। পাশের বন্ধুর সাথে এটি নিয়ে আলোচনা কর।

নিজেকেই প্রশ্ন করি কী শিখলাম আমি
যা কিনা আমার জন্য সোনার চেয়েও দামি।

কাজ

এসো জোড়ায় বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি।

১. আমাদের চারপাশের গাছপালার সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়ার কারণগুলো কী?
২. গাছপালা কমে যাওয়ার ফলে পরিবেশের উপর কী কী বিরূপ প্রভাব পড়ছে?
৩. এভাবে পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে আমরা কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি?
৪. গাছপালা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী?

এবারে পাশের সহপাঠীর সাথে আলোচনা কর ও উপস্থাপন কর।

তোমরা যে চিন্তাগুলো করেছ তা হলো তোমাদের শিখনসংক্রান্ত চিন্তা। শিক্ষার্থী হিসেবে সফল হতে হলে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা জরুরি। অর্থাৎ আমরা সবসময় চিন্তা করব কী শিখলাম?, কীভাবে শিখলাম?, কেন শিখলাম?, কীভাবে শিখলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারতাম?.. .. ইত্যাদি নানা প্রশ্ন।

আমরা সফল শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে নিয়মিত উপস্থিতি, মনোযোগ, নিয়মানুবর্তিতা, সক্রিয়তা, ধৈর্য, সৃজনশীলতা, পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োগ, শিখন নিয়ে চিন্তা করা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের পন্থা সম্পর্কে জানলাম। এগুলো জানার জন্য কখনো আমরা ছবি দেখে আলোচনা করেছি, কখনো গল্প বা ঘটনার বর্ণনা পড়েছি। এবারে আমরা আরো দুটি গুণ আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদা অর্জনের পন্থাগুলো জানব। কিন্তু এবারে মূল দায়িত্বটি নেবে তুমি ... ...

একক কাজ ও উপস্থাপনা

প্রথম অধ্যায়ে তোমরা আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে জেনেছ। সেই ধারণা কাজে লাগিয়ে আত্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত একটি ছোটোগল্প লিখ। গল্পে নিচের বিষয়গুলো ফুটে উঠবে :

- আত্মবিশ্বাস কীভাবে অর্জন করা যায়?
- আত্মবিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য।
- আত্মবিশ্বাস থাকলে ভালো ফল অর্জন হয়।

এবারে প্রত্যেকে পোস্টারে গল্পটি লিখি আর ক্লাসের দেয়ালে টাঙাই। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকে একে অন্যের গল্পগুলো পড়ার চেষ্টা করি।

*এ কাজে দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

একক কাজ ও উপস্থাপনা

এবারে আত্মমর্যাদা বোঝানোর জন্য পোস্টারে ছবি বা কার্টুন আঁকবে (আগের পাঠগুলোতে রয়েছে)। ছবিতে একজন মানুষ কিছু একটা করছে। যা করছে তা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ করে থাকে। সাথে এটি বোঝানোর জন্য একটি ছোটো ছড়া লেখার চেষ্টা কর। এরপর প্রত্যেকে অল্প সময়ের মধ্যে তা বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন কর।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৫৪ ও ৫৫ : শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার গল্প

সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা অনেক বিখ্যাত। আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। যেমন : বেগম রোকেয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আরও অনেকে। বেশিরভাগ খ্যাতিমান মানুষই তাদের শিক্ষাজীবনে ছিলেন সফল। কারণ তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শিখেছেন আর তা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তোমরা কি তোমাদের আশেপাশের এমন কিছু মানুষের কথা চিন্তা করতে পার, যাঁরা শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়েছেন?

দলগত কাজ

দলে বসে তোমাদের জানাশোনা বা পরিচিত মানুষ যারা পড়াশোনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা কর:

- তাঁদের শিক্ষাজীবন কেমন ছিল?
- কীভাবে তাঁরা খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন?

এসো আমরা আজ দুজন খ্যাতিমান মানুষের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জানি। দেখি কী করে তারা শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জান। তিনি ছিলেন একজন মহান পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, লেখক এবং দানশীল ব্যক্তিত্ব। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদও অলংকৃত করেন। তাঁর জ্ঞান ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন বৃটিশ সরকার ১৮৫৫ সালে তাঁকে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করে। এ তো গেল তাঁর চাকরি জীবনের কথা। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি অনেক সম্মাননা এবং ফেলোশিপ পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর অনেক বই লিখেছিলেন, বিশেষ করে শিশুদের জন্য তিনি অনেক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। বাংলা গদ্য লেখায় তিনি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে অনেক যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর নিরলস চেষ্টার ফলেই পরবর্তীতে সরকার আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাবিবাহ চালু করে। বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসারে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে নিজের অর্থ ব্যয় করে অনেক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদেরও এ কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতেন। বলা হয়ে থাকে, বিদ্যাসাগর তাঁর মোট আয়ের অর্ধেক দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য আলাদা করে রাখতেন। এতসব মহান কীর্তির জন্য বিদ্যাসাগরকে তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; এখনো তাঁকে আমরা অসীম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

বিদ্যাসাগরের এতসব মহান কীর্তির পিছনের রহস্য কী? তিনি অবশ্যই অসাধারণ সৎ, সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন ব্যক্তি ছিলেন। এর পাশাপাশি তাঁর অনন্য শিক্ষাজীবনের ভূমিকাও কম নয়। শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। সে কারণে তাঁর বাবা-মা অভাব-অনটন সত্ত্বেও তাঁকে পড়াশোনা করিয়েছেন। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁর বাবা-মা তাঁকে আরও পড়াশোনার জন্য কলকাতায় পাঠান। বলা হয়, গ্রাম থেকে কলকাতায় যাওয়ার সময় রাস্তায় বসানো মাইলফলক দেখে দেখে তিনি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেন। কলকাতায় তিনি বাড়িতে আলোর অভাবে অনেক সময় রাস্তার লাইটপোস্টের আলোতে পড়াশোনা করতেন! বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁর বাবা-মার দেয়া নাম নয়। এটি একটি উপাধি। তিনি ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। এসময় তিনি শিক্ষায় অসামান্য সাফল্যের জন্য কলেজের সব পুরস্কার এবং বৃত্তি লাভ করেন। সব বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে কলেজ কমিটি তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯। তাঁর এই অসাধারণ শিক্ষাজীবনই পরবর্তীতে তাঁর খ্যাতিমান হয়ে ওঠার পিছনে অনেক অবদান রাখে। আমরা তাঁকে সবসময় অনুসরণ করার চেষ্টা করব। তাহলে আমাদের জীবনও অনেক সুন্দর হবে।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার কথাও নিশ্চয়ই তোমাদের কারো অজানা নয়। তিনি একজন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসংস্কারক ছিলেন। বাংলাদেশের রংপুরে জন্ম নেওয়া এই মহীয়সী নারীকে বলা হয় বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ। নারীমুক্তির জন্য তিনি মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন; মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারী জাগরণের জন্য তিনি অনেক প্রবন্ধ, ছোটো-গল্প, কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। মুসলিম নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও সৃষ্টি করেছিলেন। এসব কাজের জন্য তাঁকে অনেক সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আসেননি। তাঁর এই সব অনন্য অবদানের পিছনে রয়েছে শিক্ষার ভূমিকা। তখনকার দিনে মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হত না। বেগম রোকেয়াও বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা নেবার সুযোগ পাননি। কিন্তু শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বাড়িতে বাংলা ও ইংরেজি শিখতে সাহায্য করেছেন। তিনি শিক্ষার পিছনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। স্বামীর অবিরাম অনুপ্রেরণা ও সহায়তার ফলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা এবং পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। এই পড়াশোনা এবং সাহিত্যচর্চা তাঁর মনের দুয়ার খুলে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন, এদেশের নারীদের মুক্তির জন্য শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার বিকল্প নেই। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত এই চেতনাবোধ থেকেই তিনি নারীদের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর চেতনা ধারণ করে অনেকে মুসলিম নারীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বেগম রোকেয়ার ছাত্রী। আজ যে মুসলিম নারীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করছে, সমাজের নানা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে তার পিছনে বেগম রোকেয়ার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই আজও আমরা তাঁকে এবং তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

পাঠ ৫৬ ও ৫৭ : শিক্ষাক্ষেত্রে সফল অদম্য মেধাবী

খবরের কাগজে ২০১১ সালে দু'জন শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের দুটি খবর ছাপা হয়েছিল। এসো আমরা প্রত্যেকে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

রোজিনার জীবনে অন্য রকম পাওয়া

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

পড়াশোনায় ভালো ছিল সে। কিন্তু বাদ সাধল দারিদ্র্য। ভ্যানচালক বাবা আবদুল লতিফ আর ধানের চাতালের শ্রমিক মা রেনু বেগম খরচের বোঝা বইতে পারলেন না। অষ্টম শ্রেণীতে থাকতেই মেয়েকে বিয়ে দিলেন তাঁরা। সেখানে যৌতুকের দাবিতে শুরু হলো স্বামীর নির্যাতন। শেষে তালাকের মাধ্যমে মুক্তি। বাবার বাড়ি ফিরে আবার পড়াশোনাকেই আঁকড়ে ধরল সে। শিক্ষকেরা সাগ্রহে মেধাবী ছাত্রীটিকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে নিলেন। শিক্ষকদের সেই আদর-ভালোবাসার যথার্থ প্রতিদান সে দিল এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে।

প্রতিকূলতার দেয়ালভাঙা এই অদম্য মেধাবীর নাম রোজিনা খাতুন। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ধোপাপাড়া বালিকা বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে এসএসসি পরীক্ষা দেয় সে। বিদ্যালয়ের এই প্রথম ও একমাত্র জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী সে।

পুঠিয়ার পূর্ব ধোপাপাড়া গ্রামের রাস্তার পাশে অন্যের জমিতে একটি কুঁড়েঘরে রোজিনাদের বাস। ঘরের চারদিকে খেজুরপাতা দিয়ে ঘিরে কোনো রকমে বেড়া দেওয়া হয়েছে। রোজিনা জানায়, ছোট এক ভাই ও এক বোনকে নিয়ে সে ঘরের ভেতর ঘুমায়। বাবা-মা ঘুমান বারান্দায়। দুই বছর আগে ২০ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে উপজেলার নন্দনপুর গ্রামে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আরও যৌতুকের দাবিতে স্বামী তার ওপর নির্যাতন শুরু করে। একপর্যায়ে স্বামী তাকে তালাক দেয়।

ধোপাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম বলেন, 'ভালো ছাত্রী বলে রোজিনাকে অকালে বিয়ে দেওয়ায় আমরা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। যৌতুকলোভী স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার পর সে ফিরে আসে। তখন আমরা তাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে নিই। আমরা জানতাম, ওকে দিয়ে ভালো ফল করানো সম্ভব। ওর প্রতি আমরা বিশেষ যত্ন নিয়েছি। পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় ওর বাবা অর্ধেক টাকা জোগাড় করেন, বাকি টাকা আমরা বিদ্যালয় থেকে দিয়েছি। সহযোগিতা পেলে মেয়েটি পড়াশোনা করে অনেক দূর যেতে পারবে।'

রোজিনার মা রেনু বেগম বলেন, 'আমি ধানের বয়লারে কাজ করি। কোনো দিন ১০ টাকা, কোনো দিন ২০ টাকা পাই। ওর বাবা ভ্যানগাড়ি চালায়। কোনো দিন ১০০ টাকা হয়, আবার কোনো দিন হয়ই না। সব দিকের খরচ বাঁচায়ে সাওয়ালের (মেয়ের) পিছে চালি। খুব কষ্টে চলি।'

অবহেলার জবাব দিয়েছে রাব্বী

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

ভর্তি হতে এই বিদ্যালয় থেকে ওই বিদ্যালয়ে অনেক ঘুরেছে সে। কেউ তাকে ভর্তি করতে চায় না। কারণ সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। কত বিড়ম্বনা, কত অবজ্ঞা চারদিকে! তবু দমেনি সে। অনেক তদবির ও সংগ্রাম করে শেষে দামপাড়া পুলিশ লাইন স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল তৌফাতুর রাব্বী। দুই বছর আগের সেই বিড়ম্বনা আর অবহেলার কথা এখনো মনে আছে তার। এবার এসএসসিতে মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সেই অবহেলার একটা জবাবও দিল রাব্বী।

দামপাড়া পুলিশ ইনস্টিটিউট স্কুল থেকে এবার মোট ২১৮ জন পরীক্ষার্থীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে পাস করেছে ১৯৮ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৩ জন। মানবিকে পেয়েছে মাত্র দুজন। আর পুরো বোর্ডে পেয়েছে ৭৫ জন। এদের একজন রাব্বী। তাই অনেককে ছাড়িয়ে যাওয়ার আনন্দে আজ মেতেছে সে। রাব্বী এখন স্বপ্ন দেখে উচ্চশিক্ষার।

আজকের এই সাফল্যের জন্য রাব্বী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করল তৎকালীন চট্টগ্রাম নগর পুলিশ কমিশনার আলী আকবরকে। রাব্বী বলল, 'তিনি সহায়তা না করলে অষ্টম শ্রেণীতেই শেষ হয়ে যেত আমার লেখাপড়া।' ২০০৮ সালে এ নিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধও ছাপা হয়েছিল।

চট্টগ্রাম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুল থেকে রাব্বী ২০০৮ সালে অষ্টম শ্রেণী পাস করে। এর বেশি পড়ালেখার সুযোগ ওই বিদ্যালয়ে নেই। কিন্তু রাব্বী আরও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় কোনো বিদ্যালয় তাকে ভর্তি করতে চায়নি। বাবা ব্যাংক কর্মকর্তা কামাল উদ্দিন, মা তাহমীন-ই-শাহনাজ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদের হাত ধরে নগরের অন্তত পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ধরনা দিয়েছে। কাজ না হওয়ায় জেলা প্রশাসক, বোর্ড চেয়ারম্যান পর্যন্ত গিয়েছিল সে। তাতেও কোনো কাজ হয়নি।

পরে তৎকালীন নগর পুলিশ কমিশনারের সুপারিশে রাব্বী পুলিশ ইনস্টিটিউট স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায়। আর ভর্তির পর থেকে সে তার মেধার স্বাক্ষর রাখছিল। পুলিশ ইনস্টিটিউট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আখতার হোসেন বললেন, 'যখন কোনো স্কুল তাকে নিচ্ছিল না, তখন আমরা তাকে ভর্তি করেছিলাম। আমি বরাবরই তাকে নিয়ে আশাবাদী ছিলাম। কারণ সে খুব মনোযোগী ছাত্র ছিল। তার প্রমাণ রাখল সে।'

শুধু নিজের জন্য নয়, রাব্বী ভাবে তার মতো সুবিধাবঞ্চিত অন্য প্রতিবন্ধীদের কথাও। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা যে কত অসহায় তা সে পদে পদে উপলব্ধি করেছে। রাব্বী বলল, 'আমাদের দেশে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। সবাই এমনিতে বড় বড় কথা বলে। ব্রেইল-পদ্ধতির বইপত্র অনেক দামি। সবাই এই বই কিনতে পারে না। তাই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।'

রাব্বীর মতে, সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। আজকের এই সাফল্যের জন্য সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদ ও প্রাইভেট শিক্ষক ফুলতাসীর মামুনের প্রতি। আবদুস সামাদ বললেন, 'যখন তাকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি নিচ্ছিল না, তখন আমি তাঁদের বলেছিলাম, আমার এই ছাত্র আপনাদের অনেক স্বাভাবিক ছাত্রকে ছাড়িয়ে যাবে। আজ সে এটা প্রমাণ করল।'

রাব্বী এখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখছে। কে জানে, স্বপ্নপূরণে রাব্বীকে আরও কত সংগ্রাম করতে হবে!

দেখলে তো, পড়ালেখার প্রতি অদম্য আগ্রহ আর ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মেনেছে ওদের হাজারো বাধাবিপত্তি। চলো এবারে একটু আলোচনা করা যাক।

দলগত কাজ

দলে বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন-১: রোজিনা আর রাব্বীর জীবনে শিক্ষার পথে কী কী বাধাবিপত্তি ছিল?

প্রশ্ন-২: কেন রোজিনা আর রাব্বীকে 'অদম্য মেধাবী' বলা হয়েছে?

পাঠ ৫৮-৭০ : শিক্ষাক্ষেত্রে সফল অদম্য মেধাবী

অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা-২০১১

এরা সবাই রোজিনা আর রাব্বীর মত অদম্য মেধাবী। সব শিক্ষার্থীর জীবনই একরকম হয় না। হয়ত কারো বাবা-মা তাদেরকে অনেক বেশি টাকা খরচ করে অনেক জিনিস কিনে দিতে পারেন। আবার অনেক বাবা-মা তা পারেন না। কারও কারও বাবা-মা অথবা বড়ো ভাই-বোন তাদের পড়ালেখায় সাহায্য করে। আবার কেউ কেউ এ রকম সাহায্য পায় না। কেউ কেউ বাড়িতে শিক্ষকের কাছে পড়ে, কেউ হয়ত তা পড়ে না। এমনকি কারো হয়ত একটি হাত নেই, অথবা সবার মত হাঁটতে পারে না। এ রকম পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু তারপরও সফল শিক্ষার্থী হবার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে সবারই। এর জন্য আগ্রহ আর ইচ্ছাশক্তি আর পরিবারের উৎসাহই যথেষ্ট, আর প্রয়োজন সফল শিক্ষার্থী হবার উপায়গুলো মেনে চলা। সফল শিক্ষার্থীদের আশেপাশের সবাই স্নেহ করেন, আদর করেন আর তাদেরকে শ্রদ্ধাও করেন। ঠিক যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি রাব্বি আর রোজিনার মত শিক্ষার্থীদের। কারণ, তারা তাদের সাফল্য নিশ্চিত করেছে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে একজন মর্যাদাশীল মানুষ হবার জন্য ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

এসো নাটিকায় অংশ নেই

আমরা তো জানলাম সফল শিক্ষার্থীর গুণাবলি, সেগুলো অর্জনের উপায়। আরও জানলাম কীভাবে মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারে, এমনকি অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে। এবারে আমরা এসব শেখাকে কাজে লাগিয়ে একটি নাটক তৈরি করব, আর তা সবাইকে অভিনয় করে দেখাব।

নাটিকা রূপরেখা তৈরি

নাটিকাটি এমন হবে, যেন তাতে নিচের বিষয়গুলো ফুটে ওঠে–

- শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি
- শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনের উপায়
- শিক্ষায় সাফল্য লাভের গুরুত্ব

নাটিকার কাহিনিটি এরকম হতে পারে : দুই বন্ধু। তাদের একজনের সফল শিক্ষার্থীর গুণগুলো রয়েছে। সে এই গুণগুলো চর্চা করে তার জীবনে। ফলে সে জীবনে ভালো কিছু হতে পারে। অন্য বন্ধুটি গুণগুলোর চর্চা করে না। ফলে সে নানা সমস্যায় পড়ে। ইচ্ছা করলে তোমরা অন্য কোনো কাহিনিও তৈরি করতে পারো। তবে তাতে যেন উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলো থাকে। তোমরা দলে বসে নাটিকাটির মূল কাহিনি ঠিক করো। এবারে প্রত্যেক দলের কাহিনি পড়ে শোনাও বাকি বন্ধুদের। ভোটের মাধ্যমে জয়ী কাহিনিটিই বেছে নাও তোমাদের নাটকের জন্য। দরকার হলে কয়েকটি কাহিনীকে একসাথে মিলিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করো।

নাটিকাটি লেখা

এবারে কাহিনিটি নাটিকা আকারে লিখতে হবে। এ জন্য দলে ভাগ হয়ে একেকটি দল একেকটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করো। এবারে একেবারে বিস্তৃতভাবে প্রতিটি দৃশ্যে কে কী কী কথা বলবে এবং কী করবে তা লিখতে হবে। লেখা শেষ হলে সবার লেখাগুলোকে একসাথে করতে হবে।

*নাটিকাটি লেখার জন্য তিনটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

শিল্পী বাছাই এবং কাজের দায়িত্ব বন্টন

নাটিকার প্রত্যেকটি চরিত্রে অভিনয় করবে তোমরা নিজেরাই। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে চাও তা শিক্ষকের কাছে লিখে জানাও। একই চরিত্রে যদি একজনের বেশি অভিনয় করতে আগ্রহী থাকে, তবে শিক্ষক তাদেরকে ছোট্ট একটি অভিনয় করতে দেবেন। এরপর তা দেখে সবার ভোটে যে জয়ী হবে, সে-ই নির্দিষ্ট সেই চরিত্রে অভিনয় করবে।

*শিল্পী বাছাই এবং কাজের দায়িত্ব বন্টনের জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

এবারে তোমরা নাটিকাটি করার জন্য কী কী কাজ করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।যেমন : নাটিকার মঞ্চ সাজানো, স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করা ইত্যাদি। কী কী জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে তাও ঠিক করো। এবারে শিক্ষক সবাইকে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিবেন। নাটিকাটি কোথায়, কবে এবং কখন অনুষ্ঠিত হবে, কে কে উপস্থিত থাকবে তা নির্ধারণ করতে ভুলো না কিন্তু।

অভিনয় অনুশীলন

এবারে তোমরা মূল অভিনয়টি করার আগে ভালোভাবে অনুশীলন করে নাও। যারা অভিনয় করছ না তারাও অভিনয়টির অনুশীলন দেখ। কীভাবে তোমাদের বন্ধুরা আরও ভালো করতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দাও।

*অভিনয় অনুশীলনের জন্য ছয়টি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

অভিনয়

যারা অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছ তারা অনুশীলনের পর শ্রেণিকক্ষে নাটিকাটি অভিনয় করবে।

*মূল অভিনয় একটি শ্রেণি কার্যক্রমে অনুষ্ঠিত হবে।

অভিনয় থেকে কী শিখলাম?

অভিনয় শেষে আমরা প্রত্যেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে চিন্তা করি (শিখন নিয়ে চিন্তা) :

- শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি কী?
- শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনের উপায়সমূহ কী?
- শিক্ষায় সফলতার ফলাফল কী?

* এ প্রশ্নগুলোর উত্তর অভিনয়ের আলোকে তৈরি করতে হবে। এ জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দ খোঁজার খেলা

নিচের এলোমেলোভাবে সাজানো অক্ষরগুলোতে পাশাপাশি, কোনাকুনি, অথবা উপর-নিচ বরাবর লুকিয়ে আছে সফল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন গুণাবলি। সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো।তোমার বোঝার সুবিধার জন্য

একটি করে দেয়া আছে।

কু	রি	ই	থি	দ	আ	মু	লি	ণ	বী
উ	গ	প	ব	ভ	জি	নি	থ	দু	জ
শি	আ	বু	দ্বি	ন	দ্ব	য	টি	ক্ষ	এ
ক	পা	আ	শী	স্ক	ক	মি	নু	ন	টি
মি	বি	ক্র	বি	র	স্ত	ত	সু	ফ	ব
ধৈ	র্য	গ	সু	ম্বা	মা	র্ক	জা	চি	সু
খা	ছি	ডি	বো	ফু	স	ল	হ	ছ	প
য	ট	বু	ক	বা	শু	ম	অ	দৃ	ড়
ড	নি	ম	নো	যো	গ	পা	নু	ক	খু
খ	গো	পি	ম	সু	জ	ন	শী	ল	তা
মি	দূ	খ	ঠ	টি	ঠ	স	দ	ভ	র
হ	ল	ষ্টী	প্র	তি	ক	ল	শ	নি	ষ

২. নিজেকে জানি

নিচের ছকে প্রথমে সফল শিক্ষার্থী হবার গুণাবলির তালিকা তৈরি করো।প্রয়োজন হলে আরও কিছু ছক তৈরি করে নিতে পারো। এবারে প্রতিটি গুণের পাশে তোমার নিজের মধ্যে কোনটি আছে বা নেই তা ছকে উল্লেখ করো। যদি গুণটি না থেকে থাকে তবে কী উপায়ে তুমি তা অর্জন করতে পার তা পাশে উল্লেখ করো।

	সফল শিক্ষার্থী হবার গুণাবলি	যথেষ্ট আছে/ কম আছে	কী উপায়ে তা আমি আরও ভালোভাবে অর্জন করতে পারি? (যদি গুণটি কম থেকে থাকে)
১			
২			
৩			

৩. জীবন নিয়ে ভাবি

নিজের শিক্ষাজীবনে কী কী অসুবিধা, বাধা আছে বা আসতে পারে, কীভাবে তা অতিক্রম করবে তা নিজের খাতায় লিখো।

৪. সাপ্তাহিক রুটিন তৈরি

প্রথমে সপ্তাহের একটি ছকে প্রতিটি দিনকে সময় অনুযায়ী কতগুলো ভাগে ভাগ করো।এবারে প্রতিদিনের কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী ভাগ করে তাতে বসাও। তৈরি হয়ে যাবে তোমাদের সাপ্তাহিক রুটিন। উদাহরণ হিসেবে একটি রুটিনের কিছু অংশ দেওয়া হলো। ইচ্ছে করলে রুটিনটিতে ছোটো রঙিন ছবি, চিহ্ন, নকশা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারো।তৈরির পর এটি তোমাদের বাসার কোথাও টাঙিয়ে নিতে পারো।

বার	সকাল ৬-৭	সকাল ৮-১২.৩০	দুপুর ১-২	দুপুর ২-৩.৩০	বিকাল ৩.৩০-৫	সন্ধ্যা	রাত
শুক্র							
শনি							
রবি					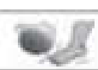		
সোম							
মঙ্গল							
বুধ							
বৃহঃ							

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি শিক্ষায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ?
ক. শুধু পরীক্ষার আগের রাতে পড়া তৈরি করা
খ. ক্লাসে পড়া না বুঝলে শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা
গ. শুধু পরীক্ষায় সফল হবার কারণ নিয়ে চিন্তা করা
ঘ. ক্লাসে নোট না নিয়ে শুধু শুনে পড়া মনে রাখার চেষ্টা করা

২. সক্রিয় থাকা বলতে কী বুঝায়?
ক. সব কাজে তর্ক করা
খ. হৈচৈ করে কাজ করা
গ. সকল কাজে আগ্রহ থাকা
ঘ. ধৈর্য সহকারে কাজ করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

টুসির কাছে গণিত বিষয়টি কঠিন লাগে। একদিন শ্রেণির কাজের একটি অংক সে মিলাতে পারছিল না। রাত জেগে বিভিন্নভাবে অঙ্কটি সমাধান করার চেষ্টা করতে লাগল এবং দেখা গেল একসময় সে অংকটি সমাধান করে ফেলল।

৩. টুসিকে বলা যায়–
ক. সক্রিয়
খ. সৃজনশীল
গ. অধ্যবসায়ী
ঘ. নিয়মানুবর্তী

৪. টুসির মত এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ –
ক. সফলতা লাভ করে
খ. ভুল কম করে
গ. আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ঝড়-বৃষ্টি যা-ই থাকুক না কেন মোহন স্কুলে হাজির। এ কারণে সে পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু একদিন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ দিলে সে বিষয়টি ভালোভাবে খেয়ালই করল না। সবাই মিলে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও সে তাতে যোগ দিল না। এমনকি পরে শিক্ষক যখন এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছিল, তখন অন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খাতায় লিখে রাখলেও সে বসে ছিল।

ক. মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ কাকে বলা হয়।
খ. সাপ্তাহিক রুটিন বলতে কী বুঝায়?
গ. শিক্ষায় সাফল্য লাভের কোন গুণাবলি মোহনের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শ্রেণিকক্ষে মোহনের আচরণের জন্য সে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

সফল হওয়ার একমাত্র উপায় হলো
কঠোর পরিশ্রম করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।